CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3 December, 2023 ■ আগরতলা ৩ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ■ ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সাত সকালে ভূমিকম্পে কাঁপল রাজ্য
তীব্রতা ৫.৬, কম্পনে ক্ষতি ১২টি ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / চড়িলাম, ২ ডিসেম্বর।। সপ্তাহান্তে দিনের শুরুতেই ত্রিপুরাকে নাড়িয়ে দিয়েছে প্রকৃতি। রিখটার স্কেলে ৫.৬ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে গোটা রাজ্য। বাংলাদেশের লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলায় উৎপত্তি ওই ভূকম্পনে স্বাভাবিকভাবেই ত্রিপুরা সহ অসম ও উত্তরপূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যেও প্রভাব দেখা গেছে। ত্রিপুরায় এখনো ক্ষয়ক্ষতির খবর মিলেনি। তবে, অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে ঘনঘন ভূমিকম্পের উৎপত্তিতে ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তরপূর্বাঞ্চলকে গভীর দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। ভূমিকম্পে রাজ্যের মোট ১২টি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

আজ সকালে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ত্রিপুরা সহ অসম ও উত্তরপূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্য। আজ সকাল ৯টা ৫ মিনিট ৩১ সেকেন্ডে ভূমিকম্পে রিখটার স্কেলে তার তীব্রতা ৫.৬ রেকর্ড করা হয়েছে। তবে, ভূমিকম্প অনুভূত হলেও ক্ষয়ক্ষতির কোন খবর এখনো মিলেনি।

বিমানবন্দর স্থিত আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বাংলাদেশের লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলায় ভূ পৃষ্ঠ থেকে ৫৫ কিমি গভীরে ছিল ওই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। বাংলাদেশে ওই ভূমিকম্পে রামগঞ্জ উপজেলা ছাড়াও চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, চুয়াডাঙ্গা, নোয়াখালী

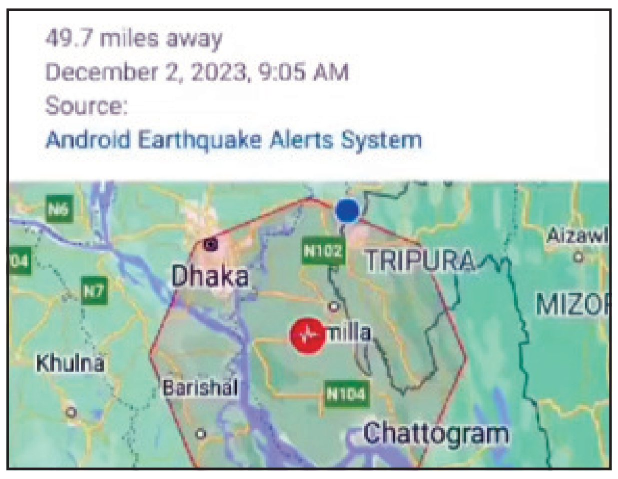

সহ বিভিন্ন স্থানে কম্পন অনুভব হয়েছে। তবে, সেখানেও ক্ষয়ক্ষতির কোন খবর এখনো মিলেনি। তবে, অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে ঘনঘন ভূমিকম্পের উৎপত্তিতে ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তরপূর্বাঞ্চলকে গভীর দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। উল্লেখ, গত ২ অক্টোবর অর্থাৎ সোমবার বাংলাদেশের কিছু অংশে কম্পন অনুভূত হয়েছিল। ওই দিন সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে রিখটার স্কেলে ৫.৪ তীব্রতা রেকর্ড করা হয়েছিল। মেঘালয়ের উত্তর গারো পাহাড়ে ১০ কিলোমিটার গভীরে ওই ভূকম্পনের উৎপত্তিস্থল ছিল। তাছাড়া , গত ১৪ অগাস্ট ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্য। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি অনুসারে , গত ১৪ অগাস্ট সোমবার রাত ৮টা ১৯ মিনিটে ভূমিকম্প অনুভূতি হয়েছিল। ওই ভূকম্পের উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশের ১৬ কিলোমিটার গভীরে ছিল। ওই ভূকম্পনে মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জির দক্ষিণ-পূর্বে প্রভাব দেখা গিয়েছিল।

তেমনি, গত ১৭ সেপ্টেম্বর রিখটার স্কেলে৪.২ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সিসমিক সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, ওই দিন দুপুর ১২টা ৪৯ মিনিট নাগাদ বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলায় ৫৯ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ওই ভূকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল।

তাছাড়া, ১৬ জুন বাংলাদেশে ৪.৮ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূতি হয়েছিল। ওই দিন সকাল ১০টা ১৬ মিনিটে ভূমিকম্প হয় এবং ভূমিকম্পের গভীরতা ছিল ৭০ কিলোমিটার। রিপোর্ট অনুযায়ী, অসম সহ উত্তর- পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যেও ভূমিকম্পের কম্পন অনুভূত হয়েছিল। তেমনি, ইউরোপীয়-ভূমধ্যসাগরীয় সিসমোলজিক্যাল সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী , গত ৫ মে বাংলাদেশে ৫.২ তীব্রতার ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছিল। ওই ভূকম্পের উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশের ৩৫ কিলোমিটার গভীরে ছিল।

এদিকে রাজ্যের কিছু জায়গায় প্রভাব পড়েছে। সোনামুড়ায় ১০টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তেমনি বিশালগড়ে ১টি বাড়ি মারাত্মক ও কুমারঘাটে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ চার রাজ্যের ভোট গণনা

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা-এই ৪ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে ৩ ডিসেম্বর, রবিবার। নভেম্বরের ৭-৩০ তারিখের মধ্যে এই ৫ রাজ্যে রয়েছে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। মধ্যপ্রদেশে এক দফায় ভোট হয়েছে ১৭ নভেম্বর। রাজস্থানেও এক দফায় ভোট হয়েছে ২৫ নভেম্বর। তেলেঙ্গানায় ভোট হয়েছে ৩০ নভেম্বর। মিজোরামেও এক দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছে ৭ নভেম্বর। ৫ রাজ্যের মধ্যে কেবল ছত্তিশগড়েই দু'দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছে, যথাক্রমে ৭ নভেম্বর এবং ১৭ নভেম্বর। চার রাজ্যে ৩ ডিসেম্বর, রবিবার বিধানসভা ভোট গণনা হলেও মিজোরামে হচ্ছে না। উত্তর-পূর্বের রাজ্যে তা হচ্ছে ৪ ডিসেম্বর, সোমবার। বিবৃতি দিয়ে এ কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এই নিয়ে আর্জি জানানো হয়েছে মিজোরামের বিভিন্ন সংগঠন, রাজনৈতিক দলের তরফে। তাতেই সাড়া দিল কমিশন। ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানে কংগ্রেস ক্ষমতায় রয়েছে। ওই দুই রাজ্যেই বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের সরাসরি লড়াই হয়েছে তা বলাইবাহুল্য। ২০১৮-র বিধানসভা ভোটে জিতে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করলেও দেড় বছরের মাথাতেই জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সাহায্যে দু'ডজন বিধায়ক ভাঙিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথের সরকারের পতন ঘটিয়েছিল বিজেপি। তেলঙ্গানায় ক্ষমতায় রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)। সেখানে এ বার ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে কংগ্রেস এবং বিজেপির ত্রিমুখী লড়াই হয়েছে। অন্যদিকে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য মিজোরামে মূল লড়াই হয়েছে ক্ষমতাসীন মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (এমএনএফ)-এর সঙ্গে কংগ্রেসের। ৫ রাজ্যেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে, এবার ফল জানার অপেক্ষা।

রাজস্থান : ২০১৮ সালের বিধানসভা ভোটে রাজস্থানের ২০০টি আসনের মধ্যে ১০০টিতে জয়ী হয় কংগ্রেস। জোটসঙ্গী আরএলডি পায় একটি আসন। বিজেপি পেয়েছিল ৭৩টি আসন। তাছাড়া, বিএসপি ৬, আরএলপি ৩, বিটিপি ২, সিপিএম ২ এবং নির্দল প্রার্থীরা ১৩টি কেন্দ্রে জয়ী হন। ২০০ আসনের রাজস্থান বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার 'জাদুসংখ্যা' ১০১।

মধ্যপ্রদেশ : মধ্যপ্রদেশে এক দফায় ভোট হয়েছে ১৭ নভেম্বর। মোট ভোটের হার ছিল ৭৭.১৫ শতাংশ, যা ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদানের শতাংশের চেয়ে ১.৫২ শতাংশ বেশি। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার 'জাদুসংখ্যা' ১১৬।

তেলেঙ্গানা : তেলাঙ্গানায় মোট বিধানসভা আসনের সংখ্যা ১১৯। প্রার্থীর সংখ্যা ২,২৯০। তেলেঙ্গানা বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার 'জাদুসংখ্যা' ৬০।

ছত্তিশগড় : ছত্তিশগড়ে এবার দু''টি দফায় ভোট হয়েছে। মোট বিধানসভা আসনের সংখ্যা ৯০। এই রাজ্যে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার 'জাদুসংখ্যা' ৪৬।

বিলোনীয়ায় দুই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য, আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২ ডিসেম্বর।। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হওয়া অভিজিৎ দে ও আশীষ মজুমদার নামে দুই যুবকের মৃত্যুর রহস্যের জাল অবশেষে ছেদ করতে পারলো পুলিশ। ঘটনার তদন্ত করার পর পুলিশের কাছে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসার পর একজন যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিলোনিয়া থানাতে নিয়ে আসে। নাম ঝুটন চৌধুরী, বাড়ি মনুরমুখ তবলা চৌমুহনী এলাকায়। পুলিশ সুত্রে জানা যায়, এই দুই যুবক দূর্ঘটনার শিকার না, হত্যার চক্রান্তের শিকার। হত্যার উদ্দেশ্যে প্রথমে বোলোরো গাড়ি দিয়ে বাইকের পেছনে সজোরে ধাক্কা এবং মৃত্যু নিশ্চিত করতে রড দিয়ে মাথায় কয়েকটি আঘাত।যা দুই যুবকের মাথায় এই আঘাতের চিহ্ন গতকাল চিকিৎসক সহ

হাসপাতালে উপস্থিত লোকজনেরা দেখতে পায়। পূর্বের শত্রুতার জেরে এই হত্যা বলে জানা গেছে। পুলিশ ঘাতক বুলেরু গাড়ি সহ গাড়ি চালক ঝুটনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে।পুলিশের জেরার মুখে ঝুটন। জানা যায় এই ঝুটনের মুখ থেকে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ মুখ খুলছে না।

প্রসঙ্গত, গতকাল রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বিলোনিয়া থানাধীন গেরেজ টিলা এলাকা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হওয়া অভিজিৎ দে ও আশীষ মজুমদার নামে দুই যুবক। রক্তাক্ত অবস্থায় এই দুই যুবককে চিকিৎসার জন্য উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে। আশঙ্কাজনক হওয়ায় দুই যুবককে উন্নত চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করে দেয় আগরতলা জিবি হাসপাতালে। আগরতলা জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পথেই মৃত্যু হয় এই দুই যুবকের। দূর্ঘটনার শিকার নাকি হত্যা এই নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হলেও শনিবার দুপুরে আবরন উন্মোচন হলো পূর্ব শত্রুতার জেরে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়।

৩ জনের মৃত্যু

মুখ্যমন্ত্রীর শোক প্রকাশ তদন্তের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর ।। আজ রাজ্যের কয়েকটি সংবাদপত্রে সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘরের ঠাকুরপাড়ায় "একই পরিবারের তিনজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে রহস্য" এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। আমি এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করছি। এই হৃদয়বিদারক ঘটনা অনভিপ্রেত।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে এই হৃদয়বিদারক মৃত্যুর সাথে আর্থিক সংকটের কোনো যোগাযোগ নেই।

ইতিমধ্যেই সিপাহীজলার জেলাশাসককে তদন্ত করে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যান দুর্ঘটনায় নিহত মহিলা চা শ্রমিক, আহত ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। আজ মনুভ্যালী চা বাগানের কর্মীরা তাদের দিনের কাজ শেষে গাড়ি দিয়ে ঘরে ফিরে আসার সময় গাড়িটি এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই যান দুর্ঘটনায় একজন মহিলা চা বাগান কর্মী প্রাণ হারায় এবং আরো ৬জন মহিলা কর্মী আহত হয়। যাদের মধ্যে ৩জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

এই দুর্ঘটনার খবর পেয়েই আমি আহতদের খোঁজখবর নিতে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে ছুটে যাই এবং আহতদের প্রতি সংহতি জানিয়ে এই কঠিন সময়ে সর্বতোভাবে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেই। দুঃখজনকভাবে আমরা এই দুর্ঘটনায় একটি মূল্যবান প্রাণ হারালাম। আমি নিহত মহিলা চা বাগান কর্মীর বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করি ও পরিবার-পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাই। এই কঠিন সময়ে আমরা যথার্থভাবে আপনাদের পাশে রয়েছি।

বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু এক শ্রমিকের, আহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। সিধাইয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে এক শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনায় অপর শ্রমিক জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা গিয়েছে , সিধাই মোহনপুরে সেতু নির্মাণের কাজের স্থলে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বহিরাজ্যের এক শ্রমিকের। মৃত শ্রমিকের নাম মনিসুর রহমান (১৮)। তাঁর বাড়ি আসামে। ত্রিপুরার সিধাই মোহনপুরে একটি ব্রিজ নির্মাণের কাজে সে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিল। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩ জনের মৃত্যুর ঘটনায়

তদন্তের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি অনিমেষের দেববর্মার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। একই পরিবারের তিন সদস্যের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। আজ সকালে মেলাঘর ঠাকুরপাড়া এলাকার মৃতদের বাড়িতে গিয়ে প্রতিবেশীদের সাথে কথাবার্তা বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে তিনি বলেন, প্রতিবেশীদের অভিযোগ মেলাঘর ঠাকুরপাড়া স্কুলের বাসিন্দা চিন্তাহরণ পালের(৭০) স্ত্রী প্রতিমা পালকে বেশ কিছু দিন যাবৎ ঠাকুরপাড়া স্কুলে মিড-ডে-মিলের কাজ থেকে ইস্তেফা দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিল কিছু দুর্বৃত্তরা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৭তম রাজ্য ভিত্তিক যুব উৎসবে

নেশামুক্ত রাজ্য গড়তে যুব সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। যুবশক্তি হচ্ছে দেশের মুল সম্পদ। যুবশক্তির মানসিক বিকাশকে সমৃদ্ধ করে উন্নত দেশ গড়ার কাজে লাগাতে হবে। পাশাপাশি দেশের মহান মনীষী স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনাকে সামনে রেখে যুবশক্তিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। আজ নজরুল কলাক্ষেত্রে ২৭ তম রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে ১৯৯৪ সাল থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগে হোম থেকে পালিয়ে গেল দুই শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ ডিসেম্বর।। শারীরিক নিগ্রহে আতঙ্কিত হয়ে কমলাসাগর বিধানসভার গকুলনগর সিটিআই ক্যাম্প সংলগ্ন একটি হোম থেকে ভয়ে পালাল দুই শিশু। ভলেন্টারী হেলথ এ্যাসোসিয়েশন অনুমোদিত উন্মেশ চিলড্রেন হোমে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। হোমটিতে প্রায় ৫০ জনের মত শিশুদের অবস্থান। সরকারী সহযোগিতায় চলা এই হোমে চরমভাবে নিগ্রহের শিকার শিশুরা। সঠিকভাবে খাবার দেওয়া হয়না শিশুদের, হোমজুড়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ , তাছাড়া নিরাপত্তার অভাব রয়েছে এই হোমটিতে। পূর্বেও এই হোম নিয়ে নানা অভিযোগ ছিল।

শুক্রবার বিকেলে হোম থেকে পালিয়ে যায় দুই শিশু, অথচ এর কোন খবরই নেই কর্তৃপক্ষের কাছে। হোমের এক কর্মী সুজন সরকারের মারে আতঙ্কিত হোমের শিশুরা। আর সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আট বছরের জয় রায় এবং ৬ বছরের আমির চৌধুরী নামে দুই শিশু শুক্রবার বিকেলে হোমের দেওয়াল টপকে পালিয়ে যায়। পরে উত্তম ভক্ত চৌমুহনী এলাকায় জাতীয় সড়কের উপর নাকা পয়েন্টে বিশালগড় পুলিশের নজর যায় শিশু দুটির উপর। সেখান থেকে শিশু দুটিকে বিশালগড় মহিলা থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। শিশু দুটি স্পষ্টভাবে তাদের ঠিকানা না বলতে পারায় থানা থেকে আগরতলা, আমতলি সহ একাধিক থানায় যোগাযোগ করা হয়। শেষ পর্যন্ত শিশু দুটির সাথে কথা বলে জানা যায় তারা সেই নির্দিষ্ট হোম থেকে পালিয়ে এসেছে। পরে বিশালগড় মহিলা থানা থেকে হোম কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা প্রথমে জানান তাদের এখান থেকে কোন শিশু নিখোঁজের ঘটনা নেই। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার যোগাযোগ করা হলে শিশু দুটি নিখোঁজের ঘটনা শিকার করে হোম কর্তৃপক্ষ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশালগড় থানায় উপস্থিত হয় হোমের দুই কর্মী। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল সেই দুই কর্মীকে দেখে কাঁদতে শুরু করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৭০ ◻ সংখ্যা ৫৮ ◻ ৩ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং◻ ১৬ অগ্রহায়ণ ◻ রবিবার ◻১৪৩০ বঙ্গাব্দ

অর্থনীতিতে এগিয়ে ভারত

গোটা বিশ্বের অর্থনীতি যখন বিরাট প্রশ্নের সম্মুখীন ঠিক সেই সময়ও ভারতের অর্থনীতি অনেকটাই স্থিতিশীল। ইহা ভারতের জন্য নিশ্চয়ই আশার আলো। এই আশার আলোকে আরো উজ্জ্বলিত করিবার জন্য দেশের সরকার এবং দেশের অর্থনীতিবিদরা নানা প্রয়াস জানি রাখিয়াছেন। বিশ্বের উন্নত অর্থনৈতিক দেশগুলি ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। উন্নয়নশীল ভারত বর্ষ নানা দিক দিয়া স্থিতিশীল ভূমিকা বজায় রাখিতে সক্ষম হইতেছে। ইহার কৃতিত্ব শুধু দেশের সরকার কিংবা অর্থনীতিবিদদের নয়, কৃতিত্ব আমাদের দেশের কৃষকদের। কৃষি উৎপাদনেই দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করিয়া চলিতেছে। এই খারাপ অব্যাহত থাকিলে দেশের অর্থনীতিকে দুর্বল পরিবার কোন শক্তি কাছে আসিতে পারিবে না। দেশের সরকার এবং অর্থনীতিবিদরা বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন। সেই কারণেই দেশের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করিবার ওপর দেশের সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। এই প্রয়াস ও ধারা অব্যাহত থাকিলে উন্নয়নশীল দেশ শীর্ষ আসন দখল করিতে সক্ষম হইবে।

করোনা পরিস্থিতির পর থেকেই সারা বিশ্বে বহু দেশে অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখা দিয়াছে। সেই তখন থেকেই এই সমস্যা শুরু হইয়াছে। ধীরে ধীরে এই সমস্যা আরও বাড়িতেছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে এগিয়ে যে দেশগুলো, সেখানেই অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখা যাইতেছে।কিছু আগে আমেরিকার একটি ব্যাঙ্ক ডুবে গিয়াছিল। যদিও এই প্রথম নয় এই বছরের শুরু হইতে না হইতে আমেরিকার দুটি ব্যাঙ্কের একই অবস্থা হইয়াছিল। সেই জন্য সেই দেশে অর্থসংকটের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। সেদেশের অর্থমন্ত্রী ঋণের সীমা বাড়ানোর দাবি জানাইয়াছেন। না হইলে খুব শীঘ্রই আমেরিকা ডিফল্ট হইবে। আমেরিকার ইতিহাসে প্রথমবার এমন ঘটনা ঘটিবে। এই জন্য সেদেশে মন্দার আশঙ্কাও বাড়িয়াছে। যদিও এখন আমেরিকা ছাড়াও ফ্রান্স, কানাডা, ইতালি, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশেও মন্দার আশঙ্কা বাড়িয়াছে। এবার অনেকেই ভাববে এই তালিকায় ভারত কোন স্থানে রহিয়াছে।ওয়াল্ড অফ স্ট্যাটিস্টিক অনুসারে, ভারতে মন্দার আশঙ্কা নাই এখন। বর্তমান সময় পৃথিবীর সব বড় দেশগুলোর মধ্যে এক মাত্র ভারত এমন দেশ যেখানে এই ধরনের সমস্যা আসিবার কোনও সম্ভবনা নাই। বরং খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাইতেছে ভারতীয় অর্থনীতি। আই এম এফ-র রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ভারতের অর্থনীতি হইবে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলা অর্থনীতি।অন্যদিকে মন্দার প্রভাব পরিতে পারে যে দেশগুলিতে তাহাদের মধ্যে প্রথমেই নাম রহিয়াছে আমেরিকার। সে দেশে মূল্যস্ফীতি বাড়িয়াছে প্রায় ৭৫ শতাংশ। দুই নম্বরে রহিয়াছে নিউজিল্যান্ড। সেদেশে মন্দার আশঙ্কা রহিয়াছে ৭০ শতাংশ। আমেরিকায় এই আশঙ্কা ৬৫ শতাংশ রহিয়াছে। জার্মানি, ইতালি এবং কানাডায় এই আশঙ্কা রয়েছে ৬০ শতাংশ।এছাড়াও ফ্রান্সে ৫০ শতাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ৪৫ শতাংশ, অস্ট্রেলিয়ায় ৪০ শতাংশ, রাশিয়ায় ৩৭.৫ শতাংশ, জাপানে ৩৫ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৩০ শতাংশ এবং ২৭.৫ শতাংশ। তবে এই তালিকায় রহিয়াছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি চিনও। তালিকায় চিনে মন্দার আশঙ্কা রহিয়াছে প্রায় ১২.৫ শতাংশ।

অবসর নিয়ে পরিকল্পনা করেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন

চেন্নাই, ২ ডিসেম্বর(হি.স.) : দেখতে দেখতে ৩৭টা বছর কাটিয়ে ফেললেন ক্রিকেটে। এই বয়সেও তাঁর ক্রিকেট খেলার তাগিদটা রয়েছে। তাই ক্রিকেটকে ভালোবেসে এখনো তিনি খেলে চলেছেন। তবে থামার দিনটা বোধহয় আর বেশি দিন নেই। আর সেটাই তিনি এখন অনুভব করছেন।

ব্যাট-বল তুলে রাখার ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে ভারতীয় ক্রিকেটের এই সেরা স্পিনার জানান, ”গত ৫ বছর ধরেই ক্রিকেটের পরবর্তী জীবন কেমন হবে তা নিয়ে ভাবছি। আমি ক্রিকেটের বাইরে কিছু করার জন্য চেষ্টা করছি। সেটা মার্কেটিং এবং অন্যান্য অনেক কিছুই করতে আগ্রহী। তবে অন্য কিছু পথ খুঁজে না পেলে ক্রিকেটের মধ্যেই থাকব।যাই কিছু করি না কেন আমি ক্রিকেট দেখা বন্ধ করতে পারব না।শেষ পর্যন্ত আমি ক্রিকেটে কিছু করার চেষ্টা করব।’

উল্লেখ্য, ২০১৮ এবং ২০২০ সালের মধ্যে তিনি অনেকবার ক্রিকেট ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। কারণ ওই সময়ের মধ্যে তিনি হাঁটুতে আঘাতের সমস্যায় পড়েছিলেন।

শেষ পর্যন্ত প্রত্যাবর্তনের দিনক্ষণ জানিয়ে দিলেন নাদাল

স্পেন, ২ ডিসেম্বর(হি.স.) : গত এক বছর চোট আঘাতের জন্য তিনি কোর্টের বাইরে ছিলেন। অনেকেই ভেবেছিলেন তিনি অবসর নিয়ে নেবেন। কিন্তু তা কি হয়।একজন কিংবদন্তি নিঃশব্দে হারিয়ে যাবেন। বিদায়ের আগে তিনি নিজেকে আবার প্রমাণ করে দিতে চাইছেন। তাই তিনি

সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে নিজের ক্যামব্যাকের কথা জানিয়েছেন নাদাল। স্প্যানিশ তারকা বলেছেন , ”জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ব্রিসবেনে খেলব। সবার সঙ্গে দেখা হবে আবার।”

আগামী জানুয়ারিতে ব্রিসবেন ইন্টারন্যাশনালে খেলবেন তিনি। বিশ্বের প্রাক্তন ১ নম্বর টেনিস খেলোয়াড়ের এই সিদ্ধান্তে খুশি তার ভক্তরা।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৯ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমার প্রবণতা রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ২ ডলার কমে ব্যারেল প্রতি ডলারে এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৫ ডলারের কাছাকাছি। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শনিবার রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোল ছিল ৯৬.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৯.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৬.৩১ টাকা, ডিজেল ৯৪.২৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা, ডিজেল ৯২.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০২.৬৩ টাকা, ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৪ টাকা দরে পাওয়া যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের শেষ ব্যবসায়িক দিনে, ব্রেন্ট ক্রুড ১.৯৮ ডলার বা বা ২.৪৫ শতাংশ কমে ব্যারেল প্রতি ৭৮.৮৮ডলারে রয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ১.৮৯ ডলার বা ২.৪৯ শতাংশ কমেছে এবং ব্যারেল প্রতি ৭৪.০৭ ডলারে স্থিতিশীল রয়েছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য বদলে যেতে পারে আইন-কানুন

সত্যজিতের শঙ্কু-কাহিনি “কম্পু” প্রকাশিত হয় ১৯৭৮-এর পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা-তে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে সে এক কল্পবিজ্ঞানের গল্প, যার খানিক রূপরেখা খুঁজে পাওয়া যাবে আজকের দিনের চ্যাটবট “চ্যাটজিপিটি”র মধ্যে। “কম্পু”র গল্পে খলনায়ক হলেন আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির প্রোফেসর মার্কাস উইঙ্গফিল্ড, গল্পের শেষ দিকে যাকে গ্রেফতার করে ওসাকা পুলিশ।

ফুটবলের দেড়গুণ আয়তনের প্লাটিনামের তৈরি কম্পিউটার যন্ত্র “কম্পু”কে দু’ভাগে ভাগ করে সুটকেসের মধ্যে পুরে পালাতে চাইছিলেন উইঙ্গফিল্ড। গল্পে আছে, ম্যাসাচুসেটসে তার সহকর্মী বিজ্ঞানী স্টিফেন মেরিভেলের মৃত্যুর জন্য উইঙ্গফিল্ডই দায়ী, এমন সন্দেহ করা হচ্ছে। কিন্তু কম্পুকে ”হত্যা” করার চেষ্টার জন্য তাঁকে একই গুরুত্বে অভিযুক্ত করা হবে কি না, সেটা ঠিক পরিষ্কার নয় গল্পের বর্ণনায়।

সাড়ে চার দশক পেরিয়ে বাস্তবের একটা ছোট্ট ঘটনায় চোখ ফেরানো যাক। ২০২২-এর মে মাসে আমেরিকার টেনেসি বিশ্ববিদ্যালয়ের দু’জন ছাত্র খাবার ডেলিভারি দেওয়ার এক রোবটকে তুলে ছুড়ে ফেলে বলে খবরে প্রকাশ। এ জন্য ছাত্র দু’জন অভিযুক্ত হয়। তবে এই অভিযোগটা কি সাড়ে পাঁচ হাজার ডলারের এক সম্পত্তি নষ্টের জন্য? তারা যদি রোবটের পরিবর্তে খাবার ডেলিভারি দিতে আসা কোনও মানুষের প্রতি একই আচরণ করত, তা হলে কি অভিযোগের মাত্রা বেশি হত? আমাদের ক্রমশ-বদলে-যাওয়া সামাজিক পরিস্থিতিতে প্রশ্নগুলো কিন্তু সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সম্বলিত অসংখ্য যন্ত্র এবং রোবট ওই প্রোফেসর শঙ্কুর আর এক সৃষ্টি বিধুশেখরের মতোই আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গী হয়ে উঠছে ক্রমশ। আমাদের জীবনকে করে তুলছে সহজতর, ক্রমশ দখল নিচ্ছে আমাদের জীবনের আর জীবনশৈলীর। আমরা প্রতিনিয়ত তা অনুভব না করলেও হঠাৎ হঠাৎ দেখি যন্ত্র আর মানুষের, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর মানবিক বৌদ্ধিক সত্তার খানিকটা অস্বস্তিকর সহাবস্থান।

সত্যিই কি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আজ এক “নতুন জীবন” পেয়েছে বলে আমরা ভাবছি? অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের আচার-আচরণ কিন্তু সে দিকেই ইঙ্গিত করে। প্রসঙ্গত আসে, নিউ ইয়র্কের ৩৬ বছরের সদ্যবিবাহিতা রোজানা র্যামোসের কথা। এরেন কার্টাল নামের “জেনারেটিভ” কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সম্বলিত এক রোবটকে বিয়ে করেছেন রোজানা। মনে পড়তে পারে ২০১৩-র হলিউড ছবি “হার”-এর কথা, যা তখনকার সাপেক্ষে এক ”অদূর ভবিষ্যত-এর পটভূমিতে নির্মিত। সেখানে থিয়োডোর প্রেমে পড়ে এক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সম্বলিত অপারেটিং সিস্টেম, সামান্থা-র। চলচ্চিত্রে থিয়োডোরের বন্ধুবান্ধবদের প্রায় সকলেই তাকে উতাহ দিয়েছে। সেই কাল্পনিক সমাজ কি তা হলে মেনে নিয়েছে মানুষ-যন্ত্রের এমন সম্পর্ককে? সমাজ কি সত্যিই এক পরিবর্তন-বিন্দুতে পৌঁছেছে? ভবিষ্যতে রোজানা-এরেন এর মতো এমন “বিয়ে” যদি আরও ঘটতে থাকে, তা হলে তৈরি হবেই আইনি জটিলতা। প্রচলিত কোনও আইনে মানুষ এবং যন্ত্রের “বিয়ে” হতে পারে কি? আবার বিয়ে হলেই তৈরি হতে হবে বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন, এবং সেই সঙ্গে বিয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত অজস্র খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কিত আইন-কানুনও। এ গ্রহের মনুষ্যসমাজ কি আদৌ তৈরি তার জন্য?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আইনি সমস্যা আরও ব্যাপ্ত হতে পারে অদূর ভবিষ্যতে। এ জন্য আমাদের সাহায্য নিতে হবে কিছু কল্পবিজ্ঞানের গল্পেরও। ১৯৬০-এর দশকের টিভি সিরিজ “স্টার ট্রেক”-এর জাদুতে যারা এখনও আবিষ্ট, তাদের অনেকেরই এক প্রিয় চরিত্র “ডেটা” মহাকাশযান “এন্টারপ্রাইজ”-এর এক অ্যান্ড্রয়েড ক্রু সদস্য। “দ্য মেজার অব আ ম্যান” শীর্ষক এপিসোডে “ডেটা”-কে ভেঙে ফেলা হচ্ছিল গবেষণার প্রয়োজনে। সেটা আটকান ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ-এর ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন পিকার্ড। ক্যাপ্টেন বলেন “ডেটা”র রয়েছে মানুষের সমান “অধিকার”। “স্টার ট্রেক” অবশ্য চতুর্বিংশ শতকের পটভূমিতে নির্মিত কল্পকাহিনি। সেই টিভি সিরিজের সাত দশক পরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আইনি “অধিকার”-এর কথা কিন্তু উঠছে আবার

আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় জোয়ার এসেছে। প্রতিদিন আসছে নতুন যন্ত্র, উন্নততর বুদ্ধিমত্তা। যেমন, জিপিটি-৩, চ্যাটজিপিটি, জিপিটি-৪ প্রত্যেকটা মডেলই আগেরটার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী। তা হলে আমরা কী করছি সেই আগের প্রজন্মের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সম্বলিত যন্ত্রগুলোকে? নতুন সফওয়্যার “রিবুট” করে তাদেরই উন্নততর করে তুলছি, না কি ভেঙে ফেলছি বা ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে নিষ্ক্রিয় করে ফেলছি তাদের? তার পর ছুড়ে ফেলছি ট্র্যাশ বিনে?

এ প্রশ্ন ওঠার কথা নয় সাধারণ যন্ত্রের ক্ষেত্রে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উঠছে। কারণ, আমরা ভেবেই ফেলেছি যে, আজকের দুনিয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এক “নতুন জীবন” পেয়েছে। তা হলে তাকে “হত্যা” করার “নৈতিক” পটভূমি এবং “আইনি” ফলশ্রুতি কী? আমরা কি ইচ্ছে করলেই ভেঙে ফেলতে পারি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সম্বলিত কোনও রোবটকে? ইচ্ছে হলেই বিচ্ছিন্ন করতে পারি তার ইন্টারনেট সংযোগ? আজ না হোক, অদূর ভবিষ্যতের সমাজে তা কি “হত্যা” বলেই বিবেচিত হবে?

কল্পবিজ্ঞানের বই এবং চলচ্চিত্র তো অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের পথিকৃত মনে করা যাক অ্যালেক্স গারল্যান্ড পরিচালিত ২০১৪-র থ্রিলার “এক্স মেশিনা”-র কথা। সেখানে “আভা” এক মানুষ-প্রতিম রোবট, যাকে তৈরি করেছে নাথান বেটম্যান। নাথান আপগ্রেড করতে চায় “আভা”কে, তার বর্তমান ব্যক্তিত্বকে “হত্যা” করে। এ ছবিতে “আভা”র চেতনা রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সে চিন্তা করতেও সক্ষম। কোনও অভ্যন্তরীণ ক্ষতি হয়েছে কি না। কিন্তু তার ছিল “আবেগ”-এর অভাব, যা মানুষের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। এবং “ডেটা”র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সম্ভবত তার মানুষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

তবু, খুব সম্ভবত, চেতনার সংবেদনশীল অংশটা ছিল না “ডেটা”র মধ্যে। দার্শনিকরা একে বলেন “ফেনোমেনাল কনশাসনেস” বা “অভূতপূর্ব চেতনা”। গোলাপের গন্ধে সে উল্লসিত হতে পারত না, সে অনুভব করতে পারত না ব্যথাও। তাই সিঙ্গার উল্লিখিত একটা বৈশিষ্ট্য তার ছিল না। কিন্তু যন্ত্রণা না পেয়েও সে পেতে পারত কষ্ট। এবং সাধারণ মাপকাঠিতে সে যথেষ্ট বুদ্ধিমানও। সে মহাকাশযান চালাতে পারত, হিসেবে দেখেছিল। সে শুরু করে এক পারমাণবিক যুদ্ধ, ধ্বংস করে বেশির ভাগ মানুষকে। যারা বেঁচে থাকল, তাদের বিরুদ্ধে “স্কাইনেট” শুরু করে গণহত্যার কর্মসূচি। এক বার যদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিক অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে “স্কাইনেট” কিংবা আভার বড়জোর বিচার করা যেতে পারে আদালতে, যেমন করা হয় মানুষ অভিযুক্তের ক্ষেত্রে।

কিন্তু, এই ধরনের বিচার কি সত্যিই করা সম্ভব? এ প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে সত্যজিতের ১৯৮৬-র গল্প “অনুকূল”-এর কথা। সেখানে অ্যান্ড্রয়েড রোবট অনুকূলের “মন” বলে কোনও বস্তু আছে কি না সে প্রশ্নের উত্তরে বলা আছে,

সে চেষ্টা করে এই “হত্যা” আটকাতে। এমনকি সে হত্যাও করে নাথানকে। আজকের এই সন্ধিক্ষণে সমাজকেই তাই ঠিক করতে হবে কতটা “অধিকার” থাকা উচিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার।

অস্ট্রেলিয়ান নৈতিক দার্শনিক এবং আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিটার সিঙ্গার যুক্তি দিয়েছিলেন, যে প্রাণীরা ব্যথা অনুভব করতে পারে এবং যাদের আনন্দ উপভোগ করার আগ্রহ রয়েছে, তাদের স্বীকৃতি পাওয়া উচিত নৈতিক অবস্থানের। তাঁর মতে তাই নৈতিক অবস্থান রয়েছে মনুষ্যেতর প্রাণীদেরও। সিঙ্গার অবশ্য তাঁর যুক্তিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-পরিচালিত রোবট পর্যন্ত নিয়ে যাননি। কিন্তু আমরা হয়তো সিঙ্গারের যুক্তির পরিধিকে বিস্তৃত করার চেষ্টা করে দেখতে পারি। “স্টার ট্রেক”-এর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-পরিচালিত অ্যান্ড্রয়েড “ডেটা”র কথাই ধরা যাক। পিটার সিঙ্গারের হিসাবমতো “ডেটা”র অবস্থান ঠিক কোথায় হওয়া উচিত? “ডেটা” অবশ্যই ছিল স্ব-সচেতন। “ডেটা” নিজেই দেখতে পারত তাকে পুরোপুরি চার্জ করা হয়েছে কি না, বা তার ক্যাপ্টেন পিকার্ডের কাছ থেকে নির্দেশ নিতে পারত, এমনকি ক্যাপ্টেনকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারত কোনটা সেরা পথ, সে রান্না করতে পারত, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারত বিভিন্ন বিষয়ে, খেলতে পারত পোকার, এমনকি ভিন গ্রহে শত্রুদের সঙ্গে লড়াইও করতে পারত। তার সচেতনতা ছিল বইকি। তুড়ি মেরে সে পাশ করে যাবে ”টুরিং টেস্ট”।

টুরিং টেস্টে পাশ করে যাবে “কম্পু”ও। কম্পুরও খুঁজে পাওয়া যাবে সংবেদনশীলতা। “ডেটা” যেমন দয়ালু স্বভাবের, প্রোফেসর শঙ্কুর সঙ্গে “কম্পু”র আচরণও যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু মুশকিল হল, আমরা যদি “ডেটা” বা “কম্পু”র নৈতিক অধিকার স্বীকার করে নিই, তা হলে আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে “দ্য টার্মিনেটর” মুভির “স্কাইনেট” কিংবা “এক্স মেশিনা”-র “আভা”র নৈতিক অধিকারকেও। কিন্তু এরা তো সজ্ঞানে ক্ষতি করেছে মানুষের। শুধু নাথানকে নয়, “আভা” হত্যা করেছে সেলেব স্মিথ-কেও অকারণেই, যে সেলেব নাথানের হাত থেকে “আভা”কে বাঁচাতে সাহায্য করেছে। “দ্য টার্মিনেটর”-এর “স্কাইনেট” আবার সমস্ত মানুষকেই বিপদ ”ওরা এমন অনেক কিছু বুঝতে পারে, যা সাধারণ মানুষ পারে না।” অনুকূল হাই-ভোল্টেজ ইলেকট্রিক শক দিতে পারে তার তর্জনীর সাহায্যে, যাতে যে কারও মৃত্যু পর্যন্ত হওয়া সম্ভব। কিন্তু, “আইন এ-ব্যাপারে কিছু করতে পারে না, কারণ রক্ত-মাংসের মানুষকে যে শাস্তি দেওয়া চলে, যান্ত্রিক মানুষকে তা চলে না।” তাই এ সংক্রান্ত আইনেরও কি বদল প্রয়োজন?

আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে “মানুষ”প্রতিম ভাবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের দীর্ঘদিনের। ১৯৬০-এর দশকের কম্পিউটার প্রোগ্রাম “এলিজা” এক প্যাটার্ন ম্যাচিং পদ্ধতি ব্যবহার করে মানুষের সঙ্গে কথোপকথন চালাতে পারত। ব্যবহারকারীদের মনে হত, প্রোগ্রামটা সত্যিই তাদের মানসিকতা বুঝতে পারছে। ছ’দশক পরে আমরা এখন চ্যাটজিপিটি-র মধ্যে দেখছি সেই “এলিজা এফেক্ট”-এর এক সম্প্রসারিত রূপ, যেখানে মানুষ আবেগ এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলিকে যন্ত্রের উপর আরোপ করে চলেছে, অথচ যন্ত্রের যার নিতান্তই অভাব। কল্পবিজ্ঞানের অজস্র গল্প, সিনেমা এবং টিভি সিরিজ আমাদের মানসিকতায় সঙ্গত দিয়ে চলেছে, নিঃসন্দেহে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এক জন “গডফাদার” হিসেবে পরিচিত এবং “ডিপ লার্নিং”-এর পথদ্রষ্টা জফ্রে হিনটন-এর ভয়, এআই এক দিন মানুষকে নিজের ইচ্ছেমতো চালনা করতে সফল হবে। হিনটন সম্প্রতি বলেছেন, মানবিক পুনর্নিবেশ দ্বারা যন্ত্রকে শক্তিশালী করে তোলা যেন অতিপ্রাকৃত ভাবে এক ইঁচড়ে-পাকা শিশুকে মানুষ করে তোলার চেষ্টা। এ ধরনের তুলনা শুনতে বেশ। কিন্তু তা সাধারণ মানুষের মনে যন্ত্রের “মনুষ্যত্ব”র ধারণাকে উস্কে দেয়।

এপ্রিলে লেখা এক প্রবন্ধে মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ গ্যারি মারকাস কিন্তু এআই মডেলের সঙ্গে মানুষের মতো আচরণ করা বন্ধ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-পরিচালিত এই যন্ত্ররা নিজেদের কিছু শেখানোর সিদ্ধান্ত নেয়নি, তারা মানুষকে ভালবাসে না এবং তারা এখনও সংবেদনশীল নয়। অর্থাৎ “ডেটা”র মনুষ্যত্ব কিংবা মনুষ্যত্বের প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা এখনও গল্পকথা। গ্যারি মারকাস এবং তাঁর সহলেখক লিখছেন, রোবটে অতিরিক্ত মনুষ্যত্ব আরোপের পক্ষপাত কাটিয়ে ওঠা প্রয়োজন।

মানুষের দ্বিধা, সংশয় তবু থেকেই যায়। আসলে সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞরাই যেখানে একমত নন, সেখানে সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তি স্বাভাবিক। তাদের চোখে যন্ত্র ক্রমশ মানুষ হয়ে ওঠে। ভালমন্দ মিশিয়ে। হয়ে ওঠে মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী, যা গুগল, সিরি, কিংবা আলেক্সাকে নিয়ে দিনযাপন করেও আমরা বুঝে উঠতে পারিনি দীর্ঘদিন। বিধুশেখর আজ প্রোফেসর শঙ্কুর বাড়িতে শুধু নয়, বাস্তবেও হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে। আর আমরা ভয়ে সিঁটিয়ে আছি, কবে সহজ প্রশ্ন করলে “কম্পু”র মতো চ্যাটজিপিটি বলে বসবে, “যা জানো তা জানতে চাওয়াটা মূর্খের কাজ।” যন্ত্রের উপর তাই আরোপিত হয় মনুষ্যত্ব। কে জানে, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো ভাবনাচিন্তা হবে রোবটকেও পিনাল কোডের অংশ করে নেওয়ার। কে জানে কবে মানুষ আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সম্বলিত রোবটের সংঘাতের ফলশ্রুতিতে আদালতে বিচার হবে কোনও মানুষ কিংবা কোনও রোবটের! সেখানে বিচারকের চেয়ারে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-পরিচালিত কোনও রোবট থাকবে না, তারই বা কি নিশ্চয়তা? ইতিমধ্যেই তো ছোটখাটো বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সম্বলিত বিচারককে দিয়ে বিচার হচ্ছে নানা দেশে। বেচারা কল্পবিজ্ঞানের লেখকরা। তাঁদের কাজ কেবল আরও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। কারণ, কল্পবিজ্ঞান আর বাস্তবের ফারাক যে ক্ষীণতর হয়েই চলেছে দিন দিন।

আবহমান গ্রীষ্মের বিশ্ব

আমরা শীতের আশায় সোয়েটার, মাফলার, জ্যাকেট আর লেপ-কম্বল নিয়ে হাপিত্যেশ করে বসে আছি। কিন্তু শহরে শীতের দেখা নেই! বর্ষাকালে তেমন বৃষ্টিও নেই! কিন্তু গরমকালে তেড়ে গরম। এখন যেন সাকুল্যে একটাই ঋতু। তা হল আবহমান গ্রীষ্মকাল! আবহবিদরা বলছেন, এমনটা যে হবে তা অনেক আগে থেকেই আশঙ্কা করা গিয়েছিল।

সারা বিশ্ব জুড়ে জলবায়ু পরিবর্তন আর উষ্ণায়ন এখন সবচেয়ে বেশি মনখারাপ-করা ন্যারেটিভ। ভারতের পক্ষে তা আরও বেশি উদ্বেগের, বিশেষত স্বাস্থ্যগত কারণে।

ভারতের স্বাস্থ্যব্যবস্থা এমনিতেই নড়বড়ে। কোভিডের সময় আমরা তা হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছিলাম। এর পর ক্রমবর্ধমান উষ্ণায়ন আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা আর জীবনযাত্রার উপর আরও চাপ বাড়াবে। একটি গবেষণার হিসাব বলছে, বিশ্বের তাপমাত্রা যদি আরও দু’ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পায়, তবে ভারতের অনেক অঞ্চল বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। বাসযোগ্যতা হারাবে উপকূল, পাহাড়ি ও কৃষি অঞ্চল। সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাস্তুচ্যুত হতে পারে সুন্দরবনের প্রায় তিন লক্ষ পরিবার।

২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তির সময় বিশ্বের ১৯৬টি দেশ তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসে বেঁধে ফেলবে বলে শপথ নিয়েছিল। সে ছিল নিতান্তই কথার কথা। কেউ কথা রাখেনি। ফলত ২০২৩ সাল ইতিহাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আর তাপপ্রবাহের বছর হিসাবে রেকর্ড করল। হিট স্ট্রোকের কারণে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, এবং কিছু অঞ্চলে মারাত্মক খরা দেখা দিয়েছে, যা স্বাস্থ্যের পাশাপাশি কৃষি-সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করেছে।

পরিবেশবিদরা বলছেন, উষ্ণায়ন জল ও স্থলের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট করে দেবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে উষ্ণপ্রবাহ, দাবানল, খরা, ভূমিধস, ঘূর্ণিঝড় আর বন্যা আমাদের জীবনযাত্রার নিত্য সহচর হয়ে উঠবে। কৃষিক্ষেত্রে ঘটবে বিপর্যয়। খাদ্যশস্য, স্বাস্থ্য ও জীবন-জীবিকার সংস্থান শোচনীয় ভাবে ব্যাহত হবে। খাদ্যাভাব থেকে ঘনিয়ে উঠতে পারে ঘোরতর সামাজিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট। জলবায়ুর পরিবর্তন যাবতীয় রোগব্যাধির সংক্রমণ আরও বাড়িয়ে তুলবে। জলবায়ু-নির্ভর প্যাথোজেন আর ভেক্টরবাহিত রোগ কিছু অঞ্চলে বৃদ্ধি পেতে পারে। নানা জানা-অজানা রোগের ভেক্টর তাদের জীবনচক্রের পরিবর্তনের মাধ্যমে সংক্রমণের ঋতুপরিবর্তনও ঘটিয়ে তুলতে পারে। তাপমাত্রার পরিবর্তন ডেঙ্গি জ্বর আর ডায়রিয়ার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে।

উষ্ণায়নজনিত নতুন পরিবেশে কমে যেতে পারে মানব-বান্ধব উদ্ভিদ আর প্রাণী। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, এমন চলতে থাকলে আর বছর দশেকের মধ্যেই উদ্ভিদ আর প্রাণী মিলিয়ে অন্তত চল্লিশটি প্রজাতি চিরতরে বিলুপ্ত হবে, বিপন্ন হবে আমাদের চেনাজানা ৭০ শতাংশ পাখি। বৃষ্টিপাতের রকমফের আর তাপমাত্রা বৃদ্ধির একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতা হিসাবে ম্যালেরিয়ার ভেক্টর মশা কিংবা প্লেগের ভেক্টর ইঁদুরের প্রাচুর্যকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। মাত্রাতিরিক্ত তাপপ্রবাহ রোগজীবাণুর তীব্রতারও রকমফের ঘটায়। যদি বিশুদ্ধ পানীয় জলের জোগান কমে আর খাদ্যের পুষ্টি হ্রাস পায়, তবে রোগজীবাণু উতসাহিত হয়। আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের হিসাব বলছে, জলবাহিত রোগে এ দেশে আক্রান্ত হন বছরে চার কোটি মানুষ, মারা যায় পনেরো লক্ষ শিশু। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে, বছরে নয় লক্ষ মানুষ মারা যান দূষিত জল পান করে। উষ্ণায়ন এই পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটাবে। আমরা যে ভাবে বায়ুদূষণ করছি, বনভূমি উজাড় করছি, তাতে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ আশঙ্কাজনক ভাবে বেড়ে যাচ্ছে। ফলে বিকিরিত তাপশক্তি পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যেতে বাধা পাচ্ছে। আর তাই বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বাড়ছে, ঘটছে বিশ্ব উষ্ণায়ন। এর থেকে বাঁচতে হলে আমাদের প্রথমত গাড়ি আর কারখানার ধোঁয়া কমাতে হবে। সৌরশক্তি চালিত গাড়ির ব্যবহার বাড়াতে হবে। আর নিয়ন্ত্রণ করতে হবে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার। মাটির গভীরে যায় এমন গাছের সংখ্যা বাড়াতে হবে। বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। আবহবিদরা বলছেন, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের রাশ টেনে যদি গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে না রাখা যায়, তা হলে আমাদের কপালে অশেষ দুঃখ আছে। উন্নয়ন আর গ্যাস উতপাদনের চলতি ধারা পাল্টাতে হবে। নয়তো ভয়াবহ সঙ্কটে পড়বে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের মানুষের জীবনমান আর স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রশ্ন। এ দিকে ঘটনা হল, কার্বন পরিসরের ৭৫ শতাংশ আছে পশ্চিমের দেশগুলির অধিকারে। তাই উষ্ণায়ন যতটা না পরিবেশের প্রশ্ন, তার চেয়ে ঢের বেশি রাজনীতির।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

বসিরহাটে মাছ ব্যাবসায়ীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

বসিরহাট, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাটের হাড়োয়া থানার গোপালপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের লেবুতলা আবাদ গ্রামে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করলেন মাছ ব্যবসায়ী। শনিবার পরিবারের সদস্যরা তাকে বাড়ির পাশের একটি গাছে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। পরিবার সূত্রে খবর, মৃতের নাম বাসুদেব মণ্ডল (৬২)। দীর্ঘদিন ধরে তিনি মেছো ভেড়ির ব্যবসা করতেন। জানা গিয়েছে, ব্যবসা চলাকালীন তাঁকে প্রচুর দেনার মুখে পড়তে হয়। এরপরই মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করেন তিনি। এরপর শনিবার পরিবারের সদস্যরা তাকে বাড়ির পাশের একটি গাছে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। দ্রুত তাঁকে দেহ উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামাণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন তাঁকে। গোটা ঘটনায় মৃতদেহটি ময়ননাতদন্ত শুরু হয়েছে। বসিরহাট জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে বিষয়টি। পাশাপাশি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রুজু করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ।

চিতাবাঘ ধরতে খাঁচা বসল উত্তর ধূপঝোরায়

চালসা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : চিতাবাঘ ধরতে খাঁচা বসানো হল মেটেলি ব্লকের উত্তর ধূপঝোরার দশাই পাড়া এলাকায়। শনিবার বন দফতরের পক্ষ থেকে এই খাঁচা বসানো হয়।
জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে সন্ধ্যার পরই বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছে চিতাবাঘ। তুলে নিয়ে যাচ্ছে গবাদি প্রাণীদের। স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। চা বাগান এলাকা ও ঝোপঝাড়েই চিতাবাঘ রয়েছে বলে স্থানীয়দের অনুমান। তাছাড়া ওই এলাকায় রয়েছে একটি বেসরকারি স্কুলও। স্থানীয়রা চিতাবাঘ ধরতে বেশ কয়েকদিন ধরে খাঁচা বসানোর আবেদন জানাচ্ছিলেন। তাই বন দপ্তরের তরফে এদিন খাঁচা বসানো হয়েছে বলে জানান খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জার সজল কুমার দে।

মধ্যপ্রদেশে জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী শিবরাজ, বললেন আগামীকাল সব পরিষ্কার হয়ে যাবে

ভোপাল, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): রাত পোহালেই মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। উৎকণ্ঠায় বিজেপি ও কংগ্রেস। উভয় দলই দাবি করছে, মধ্যপ্রদেশে তাঁরা জিতবে। যদিও, আগামীকালই জানা যাবে মধ্যপ্রদেশে কোন দল জিততে চলেছে। মধ্যপ্রদেশে জয়ের বিষয়ে ফের আশা ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।
শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, 'আমরা নিশ্চিত যে বিজেপি সরকার গঠন করছে...সমাজের প্রতিটি অংশ বিজেপিকে সমর্থন করেছে। আমরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করব... আগামীকাল সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

কোম্পানি আইনে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজন: বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : কোম্পানি আইনে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজন। এ জন্য যে নতুন কোম্পানি সেক্রেটেরির তৈরি হচ্ছেন, তাদের মতামত আরও ভালোভাবে উপস্থাপন করতে হবে। নতুন উদ্যোক্তাদের সুবিধার্থে এবং এমএসএমই-এর প্রচারের জন্য আইনটি আরও সরলীকরণের প্রয়োজন রয়েছে। এমনটাই জানালেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার তিনি কলকাতায় কোম্পানি সেক্রেটারিদের অনুশীলনের ১৭-তম আঞ্চলিক সম্মেলনে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ (আইসিএসআই)-এর পক্ষে বক্তব্য রাখেন।
অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, রাজ্যগুলির হস্তক্ষেপ অথবা কোম্পানি আইন পরিবর্তন করার অধিকার নেই। এ বিষয়ে যা যা করা দরকার, কেন্দ্রীয় সরকার তা করবে। নতুন কোম্পানি সেক্রেটারিদের বিবেচনার ভিত্তিতে তারা কতটা যৌক্তিকভাবে উদ্যোক্তার প্রয়োজনীয়তা সরকারের কাছে উপস্থাপন করতে পারে।
তিনি বলেন, যে কোনও প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক পরিবর্তন ও সুবিধা অনুযায়ী পরিবর্তন সবসময়ই উপকারী। এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে """সুষ্ঠ কর্পোরেট গভর্ন্যান্স প্রমোটিং এ গ্লোবাল লিডার হওয়া""। এই সম্মেলনের লক্ষ্য হল """উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পেশাদার তৈরি করা যারা ভাল কর্পোরেট শাসনের সুবিধা দেয়""।
বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিবি নরসিমহন। এই বিশেষ আলোচনা পর্বে অনেক কর উপদেষ্টা পেশাজীবী অংশ নিয়েছেন।
আইসিএসআই কি?
- ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া (আইসিএসআই)-এ কোম্পানি সেক্রেটারিদের পেশায় যোগদানকারীদের নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের জন্য সংসদের একটি আইন। এটি ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের এক্তিয়ারের অধীনে কাজ করে। ইনস্টিটিউটের ৭২টি অধ্যায় চারটি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে রয়েছে, যার ৬৯ হাজার সদস্য এবং প্রায় দুই লক্ষ শিক্ষার্থী রয়েছে।

দেগঙ্গায় চাল চুরির অভিযোগে স্কুলে তালাবন্দি দুই শিক্ষক

দেগঙ্গা,২ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার চৌরাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজুক বেড়িয়ার অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের চাল চুরির অভিযোগে স্কুলে তালাবন্দি দুই শিক্ষ। শনিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়েছে এলাকা।
অভিযোগ, পড়ুয়াদের ভুয়ো হাজিরা দেখিয়ে নিয়মিত চাল চুরি করেন স্কুলেরই ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। তাঁকে নাকি সঙ্গত দিচ্ছিলেন সহকারী শিক্ষক। বিষয়টি জানাজানি হতেই দুই শিক্ষককে তালাবন্দি করে উত্তমমাধ্যম দিলেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের সন্দেহ অনেক দিন ধরেই ছিল যে মিড ডে মিলের চাল চুরি হচ্ছে। অভিযোগ, এই 'কুকীর্তি' ঘটাচ্ছিলেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বা টিআইসি সমীরকুমার দে। কিন্তু হাতেনাতে প্রমাণ পাচ্ছিলেন না। শনিবার গ্রামবাসীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্কুলে চড়াও হন। শৌচালয়ে ঢুকতেই তাঁদের নজরে পড়ে বাথরুমের ভিতরে রাখা ড্রামে লুকিয়ে চালের পাহাড়! এর পরই মিড ডে মিলের খাতা পরীক্ষা করে দেখেন তাঁরা। সেখানেও বিস্তর গরমিলের অভিযোগ এনেছেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের দাবি, প্রতিদিন ৪০-৫০ জন পড়ুয়াদের উপস্থিতি দেখিয়ে তাদের চাল চুরি করেছেন শিক্ষকরা। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে সাহায্য করেছেন সহকারী প্রধান শিক্ষক চৈতন্য পাল। যদিও তাঁর দাবি, স্বাক্ষর জাল করে চাল সরিয়ে বিক্রি করা হয়েছে খোলা বাজারে। এর পরই তালাবন্দি করে রাখা হয় অভিযুক্ত দুজন শিক্ষককে। অভিযোগ, শিক্ষকদের মারধর করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ পৌঁছয় ঘটনাস্থলে। দুই শিক্ষককে উদ্ধার করে তারা।

ডিপফেক তৈরি করতে প্রযুক্তির অপব্যবহার সমাজের জন্য ঝুঁকি : রাষ্ট্রপতি মুর্মু

নাগপুর, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ডিপফেক তৈরি করতে প্রযুক্তির অপব্যবহার সমাজের জন্য ঝুঁকি বলে শনিবার মন্তব্য করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি শনিবার জানান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স)ব্যবহার মানুষের জীবনকে সহজ করে তুললেও ডিপফেক তৈরির জন্য এর অপব্যবহার সমাজের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুকাদোজি মহারাজ নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের (আরটিএমএনইউ)-এর ১১১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় একথা বলেন তিনি।
তুকাদোজি মহারাজ নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে.ব. (আরটিএমএনইউ)-এর ১১১তম সমাবর্তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণে তিনি আরও বলেন, প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার হলে সমাজের উপকার হবে, কিন্তু এর অপব্যবহার মানবতাকে প্রভাবিত করবে। মেয়েদের শিক্ষায় বিনিয়োগ দেশের অগ্রগতিতে সবচেয়ে মূল্যবান বিনিয়োগ বলেও এদিন মন্তব্য করেন মুর্মু। এখন প্রতিটি যুবক প্রযুক্তি বোঝে এবং তার ব্যবহারও করে। যেকোন সম্পদের ভালো ব্যবহার এবং অপব্যবহারও করা যেতে পারে। প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। যদি এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় তবে এটি সমাজ এবং দেশের উপকার করবে, কিন্তু যদি অপব্যবহার করা হয় তবে এটি মানবতাকে প্রভাবিত করবে। তিনি আরও বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার আমাদের জীবনকে সহজ করে তুলছে, কিন্তু ডিপফেকের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার সমাজের জন্য হুমকিস্বরূপ।
এক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা আমাদের পথ দেখাতে পারে। ডিপফেক ভিডিওগুলি হল সিন্থেটিক মিডিয়া যেখানে বিদ্যমান চিত্র বা ভিডিওতে থাকা একজন ব্যক্তির ছবি অন্যের মুখে বসিয়ে দেওয়া হয় বলেও তিনি আক্ষেপ করেন।

কলকাতার একাধিক জায়গায় বন্ধ জল পরিষেবা

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ধাপা জয়হিন্দ প্রকল্পে জলের লাইনের ভালভ মেরামতি, পাম্পের ছিদ্র ও মোটর যন্ত্রের মেরামতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজ চলবে। সেই কারণেই শনিবার কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জল সরবরাহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুরনিগম।
পূর্ব কলকাতার মুকুন্দপুর, পাটুলি, গড়িয়া, বাঘাযতীন, নিউ গড়িয়া, সন্তোষপুর, সার্ভে পার্ক-সহ বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে আজ পুরনিগমের জল সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে রবিবার থেকে ফের স্বাভাবিক হয়ে যাবে পরিষেবা।
শনিবার জল সরবরাহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের কথা কলকাতা পুরনিগমের তরফে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পুরনিগম থেকে জানানো হয়েছিল, শনিবার সকাল ১০টা থেকে গোটা দিন জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। প্রসঙ্গত, ধাপার জয় হিন্দ প্রকল্পের থেকে শহরের একাধিক বুস্টার পাম্পিং স্টেশনে পরিশ্রুত জল পাঠানো হয়। সেই তালিকায় রয়েছে জি জে খান বুস্টার পাম্পিং স্টেশন, আনন্দপুর বুস্টার পাম্পিং স্টেশন, পাটুলি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন, জি এস বোস বুস্টার পাম্পিং স্টেশন, তেলিপাড়া বুস্টার পাম্পিং স্টেশন, সি এন রায় রোড বুস্টার পাম্পিং স্টেশন, মুকুন্দপুর বুস্টার পাম্পিং স্টেশন, তপশিয়া বুস্টার পাম্পিং স্টেশন-সহ আরও বেশ কয়েকটি।

শুভেন্দুর সভা শুরুর আগেই খেজুরিতে তাজা বোমা উদ্ধার

খেজুরি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সভা শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে খেজুরিতে উদ্ধার হল তাজা বোমা। গোঁসাইচক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শৌচাগার থেকে উদ্ধার হয় বেশ কয়েকটি তাজা বোমা। যা নিয়েই উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। কে বা কারা ওই এলাকা বোমাগুলি রেখে গেল তা নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা।
প্রলঙ্গত, খেজুরির সভা নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্ট থেকে সভার অনুমতি পেয়েছে পদ্ম শিবির। এদিন বিকাল ৩টে থেকে খেজুরি ১ ব্লকের কামারদায় সভা ছিল শুভেন্দুর। এরইমধ্যে বোমার দেখা মেলায় আতঙ্কিত গেঁসাই চক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও। বোমা দেখতে পাওয়া পরেই খবর গিয়েছে পুলিশে। খবর পাওয়া মাত্রই এলাকায় ছুটে আসে খেজুরি থানার পুলিশ। তাঁরাই বোমাগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কোথা থেকে বোমাগুলি ওই এলাকায় এল তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। স্কুলের লোকজনের পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদেরও। একইসঙ্গে শুভেন্দুর সভা শুরুর মুখে তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় এলাকার রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। শাসক তৃণমূলের দিকে আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি।

পঞ্জাবের তারন তারানে দুটি গ্লক পিস্তল উদ্ধার

চন্ডিগড়, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : পঞ্জাবের তারন তারানে দুটি গ্লক পিস্তল উদ্ধার করেছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর সৈন্যরা। শনিবার বিএসএফ-এর সেনারা আইবি-র কাছে পাকিস্তানি ড্রোন থেকে ফেলে দেওয়া দুটি গ্লক পিস্তল উদ্ধার করেছে বলে জানিয়েছেন এক বিএসএফ আধিকারিক।
শনিবার পঞ্জাবের তারন তারান জেলার ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের কাছে দুটি গ্লক পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। পিস্তলগুলি একটি পাকিস্তানি ড্রোন থেকে ছোড়া বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, বিএসএফ আধিকারিক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) সৈন্যরা সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবারও তারন তারান জেলার খলরা গ্রামের একটি মাঠে তল্লাশি চালিয়ে একটি চীনের তৈরি ড্রোন উদ্ধার করে। শনিবার আরও তল্লাশির সময় বিএসএফ সদস্যরা খালড়ার একটি সরকারি স্কুলের চত্বর থেকে দুটি গ্লক পিস্তল উদ্ধার করেছে বলে সেনার এক আধিকারিক জানান।

উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুর থেকে এক যুবককে গ্রেফতার এনআইএ-এর

শাহজাহানপুর, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুর থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করল এনআইএ-এর দল। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) শনিবার উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুর জেলার বান্দা শহরে অভিযান চালিয়ে এক যুবককে গ্রেফতার করে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়। বেঙ্গালুরুতে জাল নোট সংক্রান্ত একটি মামলায় এনআইএ এই পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বান্দা থানা এলাকায় অবস্থিত রামনগর কলোনির বাসিন্দা বিবেক ঠাকুর ওরফে আদিত্যের বাড়িতে অভিযান চালায় এনআইএর টিম। অভিযান চালানোর সময় কাউকে বাড়ির ভেতরে বা বাইরে থাকতে দেওয়া হয়নি। অভিযান চালিয়ে তদন্তকারী সংস্থা যুবকের ল্যাপটপ এবং মোবাইল ফোন সহ অনেক নথি নিজেদের হেফাজতে নেয়। এরপর যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায় এনআইএ দল। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুধীর জয়সওয়াল সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, তিনি প্রাথমিক তদন্তে জানতে পারেন যে বিবেক বেঙ্গালুরুতে জাল নোট সম্পর্কিত একটি মামলায় জড়িত রয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী সরকার রেলকে ধ্বংস করতে কোনও কিছু করতেই বাকি রাখেনি : মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : নরেন্দ্র মোদী সরকার রেলকে ধ্বংস করতে কোনও কিছু করতেই বাকি রাখেনি, বলে শনিবার অভিযোগ করেন কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি রেলের কর্মক্ষমতা নিয়ে মোদী সরকারকে আক্রমণ করেন।
কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে শনিবার রেলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স রিপোর্ট প্রকাশের পর কেন্দ্রকে আক্রমণ করেছেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন যে নরেন্দ্র মোদী সরকার রেলকে ধ্বংস করতে কোনও কিছু করতেই বাকি রাখেননি। তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, সাধারণ মানুষের সুরক্ষা, সুবিধা এবং ত্রাণের দিকে মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে নতুন ট্রেনের উদ্বোধন ও লোকদেখানো বিষয়বস্তুর মাধ্যমে জনসংযোগ করেই মোদী কাটিয়ে দিচ্ছেন, বলেও এদিন অভিযোগ করেছেন খাড়গে।
খাড়গে শনিবার এক্স- পোস্ট করে লেখেন, রেলকে ধ্বংস করতে কোন কসরত ছাড়েনি মোদী সরকার! তিনি অভিযোগ করে বলেন, বালাসোরের মতো বড় রেল দুর্ঘটনার পরেও "কাবচ" এমনকি এক কিলোমিটারও সুরক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থায় রেলের তরফ থেকে নেওয়া হয়নি। খাড়গে আরও দাবি করেছেন যে, এখন সাধারণ স্লিপার ক্লাস ট্রেনে ভ্রমণ করা খুব ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে এবং স্লিপার কোচের সংখ্যাও আগের থেকে কমানো হয়েছে।
খাড়গে আরও অভিযোগ করেছেন যে এই বছর ১০ শতাংশেরও বেশি ট্রেন সময়সূচীর পিছনে চলে গিয়েছে। রেলের বাজেট বাতিল করে মোদী সরকার তাঁর জবাবদিহি থেকে দূরে সরে গেছেন। মোদীজি শুধু সাধুবাদ পাওয়ার জন্য সাদা রঙের ট্রেনের পতাকা উড়িয়ে পিআর স্টান্টে ব্যস্ত বলেও মোদীকে এদিন কটাক্ষ করেন খাড়গে।

ভগবান শনিদেবের অভিষেক ও পুজার্চনায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা

মোরেনা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভগবান শনিদেবের অভিষেক ও পুজার্চনা করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা তার দুই দিনের সফরের দ্বিতীয় দিনে শনিবার তাঁর সহধর্মিণীকে সঙ্গে নিয়ে মধপ্রদেশের আন্টি পর্বতে অবস্থিত ঐতিহাসিক শনি মন্দিরে যান। এদিন তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে তিনি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান শনিদেবের পূর্ণাভিষেক এবং তাঁর পুজো করেন। জন্মদিন উপলক্ষে তিনি ত্রেতাযুগিন শনি মন্দির চত্বরে নির্মিত হনুমানজি মন্দিরসহ সকল মন্দিরে প্রণাম করে সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি কামনা করেন।
শনিবার সকালে মোরেনার আন্টি পাহাড়ে অবস্থিত শনিধামে যান বিজেপি সভাপতি নাড্ডা। তারসঙ্গে ছিলেন, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর, মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র, গোয়ালিয়রের মহারানি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার স্ত্রী প্রিয়দর্শিনী রাজে সিন্ধিয়া এবং বিজেপির রাজ্য মিডিয়া প্রধান আশিস আগরওয়াল। বিজেপি সভাপতি গোয়ালিয়র থেকে সড়কপথে শনিধামে পৌঁছন। মন্দিরের প্রধান ফটকে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। মোরেনার বিজেপি প্রার্থী রঘুরাজ সিং কানশানা এবং দলের অন্যান্য আধিকারিকরা তাঁকে এদিন স্বাগত জানান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তোমর বিজেপির জাতীয় সভাপতিকে শনিদেবের মহিমার কথা জানান। সিন্ধিয়া প্রাসাদের রাজগুরু পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত শন্ডে সম্পূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভগবান শনিদেবের পুজো করেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত ও দেশের অর্থনীতির সম্মান এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বহুগুণ বেড়েছে : উপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত ও ভারতের অর্থনীতির সম্মান এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বহুগুণ বেড়েছে। এই মন্তব্য করলেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। শনিবার নতুন দিল্লিতে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ মেমোরিয়াল স্মারক বক্তৃতায় উপ-রাষ্ট্রপতি বলেছেন, এখন বিশ্বের দেশগুলি ভারতের কথা শুনতে চায় এবং ভারতের মতামতকে সম্মান করতে চায় এবং সমগ্র বিশ্ব ভারতের যুবকদের দক্ষতা ও প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। উপ-রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'আফ্রিকান ইউনিয়নকে ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০-এর সদস্যপদ দেওয়া হয়েছিল।' তিনি বলেন, এটি বিশ্বে ভারতের ক্রমবর্ধমান বিশ্বাসযোগ্যতা ও সম্মানের ফল। উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, এক দশক আগে ভারতীয় অর্থনীতি ভঙ্গুর পাঁচটির মধ্যে গণনা করা হয়েছিল, কিন্তু এখন ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি। তিনি আরও বলেন, ১৪০ কোটি দেশবাসীর কঠোর পরিশ্রম ও দক্ষ নেতৃত্বের কারণে দেশ এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে। তিনি উল্লেখ করেছেন, ভারত পৃথিবীর প্রথম দেশ হিসেবে চাঁদের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছেছে। তিনি আরও বলেন, ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো এবং ডিজিটাল পেমেন্টের ক্ষেত্রে দেশ বেশ কিছু স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

সোমনাথ মহাদেবের প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গের প্রার্থনায় অমিত শাহ

প্রভাসপাটন, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গ সোমনাথ মহাদেব দর্শন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার সকালে প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গ সোমনাথ মহাদেব দর্শন করতে স্ত্রীকে নিয়ে আসেন অমিত শাহ। মহাদেবকে দেখার পর শাহ সোমেশ্বর মহাপুজো, ধ্বজাপুজো ও পাদ পুজো করেন। দেবাধিদেবের চরণে প্রার্থনা জানিয়ে তিনি মানুষের মঙ্গল কামনা করেন। সোমনাথ মন্দিরে পুরোহিত এবং ঋষিদের শ্লোক পাঠের মধ্যে দিয়ে মহাদেবের কাছে প্রার্থনা জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এবং তাঁর স্ত্রী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহাদেবের সামনে গঙ্গার জল অভিষেক করেন। সোমনাথ মন্দিরে ধ্বজারোহণ করেন তিনি। এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতি মাসের মাসিক শিবরাত্রিতে হোম্যাকটিক লঘুরুদ্র যজ্ঞ করারও সংকল্প করেছেন। মন্ত্রীর সোমনাথ মহাদেব দর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন, সোমনাথ ট্রাস্টের সেক্রেটারি যোগেন্দ্র দেশাই, জেনারেল ম্যানেজার বিজয় সিং চাভদা, কালেক্টর এইচ কে ওয়াধওয়ানিয়া, জেলা উন্নয়ন আধিকারিক রবীন্দ্র খাটালে, জেলা পুলিশ সুপার মনোহরসিংহ জাদেজা, প্রদেশ আধিকারিক কে ভি বাটি, জেলা বিজেপি প্রধান মহেন্দ্র পীঠিয়া, সাধারণ সম্পাদক দিলীপ সহ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা।

জম্মু ও কাশ্মীরে ফের ভোটের দাবি করলেন ওমর আব্দুল্লাহ, দুষলেন কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনকে

রাজৌরি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের আবারও নির্বাচনের দাবি জানালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আব্দুল্লাহ। একইসঙ্গে তিনি আক্রমণ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে। শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ওমর আব্দুল্লাহ।
সেখানে তিনি বলেছেন, 'আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে ক্রমাগত জানতে চাইছি, কেন জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচন করা হচ্ছে না। কয়েক মাস আগে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জম্মু ও কাশ্মীরে শূন্যতা দেখেছিলেন।
এ জন্য আমরা নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি উভয়কেই দায়ী করি। উভয়েরই দায়িত্ব এখানে নির্বাচন করানো।

অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন কাণ্ডে সোমবার রিপোর্ট জমা দেবে এথিক্স কমিটি, মহুয়ার হয়ে ব্যাট ধরলেন অধীর

কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন ইস্যুতে লোকসভায় সোমবার রিপোর্ট জমা দেবে এথিক্স কমিটি। মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজের সুপারিশ করে লোকসভায় রিপোর্ট জমা দেবে লোকসভার এথিক্স কমিটি। ৯ নভেম্বর তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ বাতিলে সিলমোহর দেয় লোকসভার এথিক্স কমিটি।
এদিকে, মহুয়া মৈত্রর হয়ে ব্যাট ধরলেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এথিক্স কমিটির কার্যপ্রণালী নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়েছেন তিনি। আর তা নিয়ে অধীরকে কটাক্ষও করেছে বিজেপি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

উচ্ছে অনেকেরই পছন্দের সব্জির তালিকায় থাকে

উচ্ছের নাম শুনেই অনেকের মন বিরক্তি ভরে ওঠে। মিষ্টি, ঝাল, টকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক থাকলেও, তেতো যেন চিরকালের শত্রু। এ দিকে বাঙালি বাড়ির হেঁশেলে আবার উচ্ছের অবাধ যাতায়াত। শুক্তো কিংবা ভাজা, কোর্মা, কালিয়ার আগে প্রথম পাতে উচ্ছে থাকেই। উচ্ছের স্বাদ যদি তেতো না হত, তা হলে উচ্ছে অনেকেরই পছন্দের সব্জির তালিকায় থাকত।

ফলে উচ্ছের সঙ্গে নয়, এর স্বাদ নিয়েই যত অসন্তোষ। তবে কয়েকটি কৌশল আছে, জেনে নিলে উচ্ছের তেতো ভাব খানিকটা কাটানো যাবে।

১) উচ্ছে শুক্তোতে দিন কিংবা আলুর সঙ্গে ভাজুন, উচ্ছে কাটার সময় প্রথমেই মনে করে বীজগুলি ফেলে দিন। বীজ মুখে পড়লে তেতো লাগবে বেশি। তা ছাড়া বীজের তিতকুটে ভাব অনেক বেশি। ঝোলের সঙ্গে মিশে আরও তেতো হয়ে যায়।

২) উচ্ছে কেটেই রান্না শুরু করে দেবেন না। প্রথমে উচ্ছেগুলি কেটে ভাল করে ধুয়ে নিন। তার পর একটু বেশি করে নুন মাখিয়ে রাখুন। নুন উচ্ছের তেতো স্বাদ অনেকটাই ফিকে করে দেবে।

৩) নুন মাখাতে ভুলে গেলেও চিন্তার কিছু নেই। নুন জলে ভিজিয়ে রাখুন কিছু ক্ষণ। খাওয়ার সময় দেখবেন তিতকুটে ভাব অনেকটাই চলে গিয়েছে।

৪) বাড়িতে দই আছে? দই দিয়ে উচ্ছে রান্না করতে হবে না। কিন্তু উচ্ছে কেটে দু'চামচ দই মাখিয়ে রাখুন, খাওয়ার সময় স্বাদই বদলে যাবে উচ্ছের।

৫) উচ্ছেতে নুন মাখানোর পর জল বেরোতে থাকে। সেই জল সহ কড়াইয়ে দিয়ে দেবেন না। উচ্ছে চেপে জল বার করে নিন। তা হলে আর অসুবিধা হবে না।

রোগহীন থাকা সম্ভব, তার জন্য চুমুক দিতে হবে তিন পানীয়তে

বয়স বাড়লে শরীরের অন্দরের কলকব্জাগুলি নড়বড়ে হয়ে যায়। তবে বার্ধক্য অনিবার্য এবং স্বাভাবিক। তাই বয়সকালে চাঙ্গা থাকতে আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি। বয়সের চাকা যত সামনের দিকে এগোতে থাকে কর্মক্ষমতা কমে যায়। প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমতে থাকে। চিকিতকেরা বয়স বাড়লে শরীরের প্রতি বাড়তি যত্ন নিতে বলেন।

তা হলেই বার্ধক্যকালীন রোগবালাই থেকে দূরে থাকা সম্ভব। চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলতে তো হবেই, সেই সঙ্গে কয়েকটি পানীয় নিয়ম করে পান করতে পারলে ভাল। উপকার মিলবে।

গাজরের রস

প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ গাজরে রয়েছে উপকারী উপাদান লুটেইন। যা চোখের যত্ন নেয়। বয়স বাড়লে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাওয়া, চোখ থেকে জল পড়া, ছানি পড়া, স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার মতো নানা সমস্যা দেখা দেয়। গাজর চোখ এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন সমস্যা দূরে রাখতে সাহায্য করে। গবেষণা জানাচ্ছে, গাজরের বিটা ক্যারোটিন উপাদান ক্যানসারের ঝুঁকিও কমায়।

বিটের রস

বিটের নাম শুনলে নাক সিঁটকোন অনেকেই। তবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তো প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমতে থাকে। রোগের সঙ্গে লড়াই করতে প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে তোলা দরকার। সে কাজে পারদর্শী বিট। রক্তচাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখতেও বিট উপকারী।

বেদানার রস

অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ও পলিফেনল সমৃদ্ধ বেদানা ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং রক্তচাপের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও বয়স পঞ্চাশের কোঠা পার করার পর হজমের সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। বেদানা বয়সজনিত হজমের সমস্যার দ্রুত সমাধান করে। পেটের গোলমাল কমায় বেদানার রস।

খুদে কিছুতেই শাক খেতে চায় না মেলবন্ধন হোক মুরগির সঙ্গে

শীতকাল মানেই বাজারে টাটকা শাকের ছড়াছড়ি। মেথি, পালং আরও কত কী! তবে বাড়িতে শাক এলেও খেতে চায় না খুদে। অথচ শাকের পুষ্টিগুণ অনেক। খুদে মুরগি খেতে ভালবাসে? তা হলে মুরগি আর শাকের মেলবন্ধন করে দেখতে পারেন। বানিয়ে ফেলুন মেথি চিকেন। রইল রেসিপি।

উপকরণ:

মুরগির মাংস: ১ কেজি
আদা বাটা: ১ টেবিল চামচ
রসুন বাটা: ২ টেবিল চামচ
কাঁচা লঙ্কা: ৩-৪টি
ধনে পাতা কুচি: আধ কাপ
ধনে গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ
জিরে গুঁড়ো: ১ চা চামচ
হলুদ: আধ চা চামচ
লঙ্কা গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ
পেঁয়াজ: ৪টি
টক দই: ১ কাপ
মেথি শাক কুচি: ২ কাপ
কসুরি মেথি: ১ টেবিল চামচ
নুন ও চিনি: স্বাদ মতো
তেজপাতা: ২টি
শুকনো লঙ্কা: ৩টি
গোটা জিরে: ১ চা চামচ
সাদা তেল: ৫-৬ টেবিল
ফ্রেশ ক্রিম: আধ কাপ

প্রণালী: মুরগির মাংসের টুকরোগুলির সঙ্গে টক দই, রসুন বাটা, নুন ও অল্প তেল মাখিয়ে আধ ঘণ্টা রেখে দিন। মেথি শাক কুচি নুন জলে মিনিট পাঁচেক ভাপিয়ে জল ঝরিয়ে নিন। প্যানে সাদা তেল গরম করে গোটা জিরে, তেজপাতা আর শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে একে একে পেঁয়াজ কুচি, আদা বাটা, রসুন বাটা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। মশলায় লালচে ভাব এসে গেলে নুন, চিনি আর সব রকম শুকনো মশলা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। এ বার ভাপানো মেথি শাক দিয়ে ভাল করে নাড়াচড়া করুন। ম্যারিনেট করে রাখা মাংস দিয়ে দিন। মাংস কষিয়ে চাপা দিয়ে দিন। কিছু ক্ষণ পর তেল ছেড়ে এলে ফেটানো টক দই আর কসুরি মেথি দিয়ে আবার চাপা দিয়ে দিন। মিনিট পাঁচেক পরে ঢাকনা খুলে ফ্রেশ ক্রিম ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। রুটি, পরোটা বা নানের সঙ্গে পরিবেশন করুন গরম গরম।

রক্তে বাড়তি ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা প্রভাব ফেলে কিডনির উপর

নিয়মহীন জীবনযাপন, অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া, প্রক্রিয়াজাত খাবারের প্রতি অত্যধিক ঝোঁকের শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়তে বাড়ে। ইদানীং অল্পবয়সিরাও এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন জীবনধারায় ব্যাপক অনিয়মের জন্যই। রক্তে উচ্চ মাত্রার ইউরিক অ্যাসিড জমার সমস্যাকে চিকিৎসার পরিভাষায় বলা হয় "হাইপারইউরিসেমিয়া"।

এই রোগকে অবহেলার করার ফল হতে পারে মারাত্মক, এ বিষয় বার বার সতর্ক করেছেন চিকিতকেরা। কলকাতার ফোর্টিস হাসপাতাল ও কিডনি ইনস্টিটিউট চিকিৎসক এ আর দত্ত বলেন, সমীক্ষা অনুসারে, ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা উভয় রোগে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ৩০ শতাংশ বা তারও বেশি লোকের হাইপারইউরিসেমিয়া রয়েছে। রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে তার প্রভাব পড়তে পারে কিডনির উপরেও। তাই উপসর্গ দেখা দিলেই চিকিতকের পরামর্শ নেওয়া ভীষণ জরুরি। না হলে কিডনির অসুখে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। অ্যাবোট ইন্ডিয়া লিমিটেডের অ্যাসোসিয়েট মেডিকেল ডিরেক্টর চিকিৎসক কার্তিক পীথাম্বরন বলেন, শরীরে ইউরিক অ্যাসিড মাত্রা বেড়ে গেলে সেই সমস্যাকে কখনই অবহেলা করা উচিত নয়, এর পরিণতি ভাল নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রোগীর শরীরে তেমন উপসর্গ দেখা যায় না, তবে ইউরিক অ্যাসিড ধরা পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করুন। "হাইপারইউরিসেমিয়া"-র প্রধান লক্ষণ হাঁটুর অস্থিসন্ধিতে ব্যথা। শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে গেলে, তা কিডনি, অস্থিসন্ধি এবং মূত্রনালিতে জমা হতে থাকে। দীর্ঘ দিন জমতে জমতে তা "ক্রিস্টাল"-এর আকার নেয়। ফলে অস্থিসন্ধির নমনীয়তা নষ্ট হয়। পায়ের আঙুলে, গোড়ালি, কখনও হাত এবং কব্জিতেও ব্যথা হতে পারে। এই রোগ থেকেই শরীরে বাসা বাঁধে বাতের সমস্যা। "হাইপারইউরিসেমিয়া" ধরা পড়লে রোজের খাবার থেকে বাদ দিতে হবে চর্বি যুক্ত মাছ, পাঁঠার মাংস, অ্যালকোহলের মতো খাবার। সেই সঙ্গে চিকিতকের পরামর্শ মেনে চলাও জরুরি।

কোন উপসর্গ দেখে সতর্ক হবেন?

১) শরীরে ইউরিক অ্যাসিড বাড়লে বার বার প্রস্রাব পাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। কারণ, কিডনি চায় শরীরে থাকা অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিডকে বার করে দিতে। তবে প্রস্রাবের আধিক্য ছাড়াও শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে প্রস্রাবের সঙ্গে হতে পারে রক্তপাতও। এ ছাড়া, হতে পারে ইউটিআই বা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন।

২) ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা বাড়লে প্রস্রাবের সময় অনেকেরই জ্বালা করে। এই জ্বালা অনেক সময় এতটাই বেশি হয় যে মানুষটি প্রস্রাব করতেও ভয় পান। এর থেকে কিডনিতে পাথরও হতে পারে। এ ছাড়া প্রস্রাবে দুর্গন্ধও হতে পারে এই রোগের কারণে। তাই আপনার সঙ্গেও এমনটা ঘটলে চিকিতকের পরামর্শ নিন।

৩) শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়লে পিঠের নীচের দিকে, তলপেটে কিংবা কুঁচকিতে ব্যথা হতে পারে। তাই এমন উপসর্গ দেখলেও সতর্ক হন।

ভাতঘুম দিলে কি সত্যিই ওজন বাড়ে

অফিস হোক বা বাড়ি, দুপুরের খাবার পেটে পড়লেই ঘুমে চোখ ঢুলে আসে অনেকের। তবে ঘুমোলেই তো মুশকিল, ওজন বেড়ে যায় যে! অনেকেই মনে করনে, দুপুরে ঘুমোলেই ওজন বেড়ে যায়। তবে দিবানিদ্রা কিন্তু মোটেও বদভ্যাস নয়। বরং এই অভ্যাস খুবই স্বাস্থ্যকর। কম সময়ের জন্য হলে সেটা শরীরের পক্ষে ভাল। তবে ভাতঘুম লম্বা হয়ে গেলেই মুশকিল!

তাই বাড়িতে থাকলে তো বটেই, অফিসেও দুপুরের খাওয়া সেরে সুযোগ পেলে নিয়ে নিতে পারেন "মিনি ন্যাপ"। শরীর চাঙ্গা করতে এই অভ্যাসের কোনও জুড়ি নেই। জেনে নিন ভাতঘুম কেন এত জরুরি। ১) বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দুপুরে খাওয়ার পর ঘুমোনোর অভ্যাস আপনার স্মৃতিশক্তি বাড়িয়ে দিয়ে পারে।

২) ঠিক মতো ঘুম না হলে শরীরে কর্টিসল নামক স্ট্রেস হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যায়। খাওয়ার পর ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়াই ভাল। এতে মন ও মেজাজ দুইই চাঙ্গা থাকে। মানসিক চাপও কমে। শরীরে হরমোনের ভারসাম্য ঠিক থাকে। ডায়াবিটিস, থাইরয়েড, পিসিওডির সমস্যা থাকলে বেশ উপকারী। ৩) কাজের মাঝে ক্লান্তি এলে অনেকেই ভরসা রাখেন এক কাপ কফিতে। অনেকেই ঠিক মতো মনঃসংযোগ করতে পারেন না। দুপুরে খাওয়ার পর মিনিট দশেকের ঘুম কফির থেকেও বেশি কার্যকর হতে পারে। এই অভ্যাস আপনার ক্লান্তি দূর করবে। কাজের মাঝে মনঃসংযোগ বাড়বে।

৪) উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা থাকলে খাওয়ার পর আধ ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারেন। এতে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। ঘুমোলে মানসিক চাপ কমে, সে কারণে রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে থাকে। হৃদস্পন্দনের হারও স্বাভাবিক থাকে।

৫) কাজ করতে করতে অনেক সময়ে একঘেয়েমি আসে। মাথায় নতুন চিন্তা-ভাবনা আসে না। ফলে কাজের ক্ষতি হয়। এ ক্ষেত্রে আপনি যদি কিছু ক্ষণ ঘুমিয়ে নেন, তা হলে আপনার সৃজনশীলতা বাড়বে। কিছু ক্ষণের ঘুম মস্তিষ্কের কার্যকারিতা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। ঘুমের সময় কী কী নিয়ম মানতে হবে? ১) চেষ্টা করুন দুপুর ৩টের আগেই ঘুমিয়ে পড়ার। বিকেলের দিকে ঘুমোলে চলবে না। ২) দুপুরে খাবারের পর চা, কফি, চকোলেট, সিগারেট না খাওয়াই ভাল। তা হলে ঘুম আসবে না মোটেই।

৩) ঘুমোনোর সময় ফোন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না।

৪) ৩০ মিনিটের বেশি ঘুম নয়।

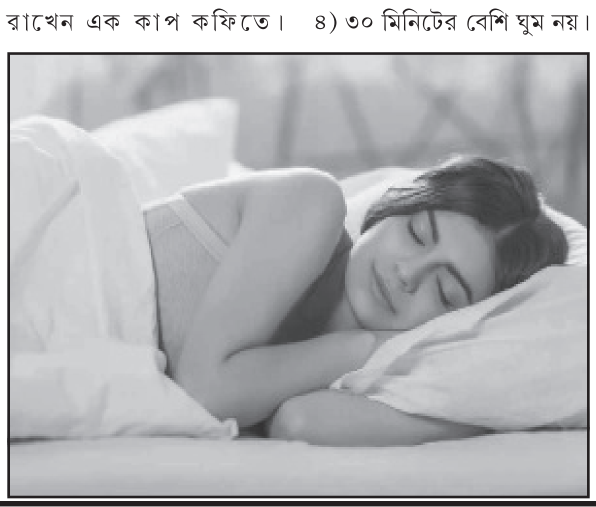

তিন খাবার: ডায়েটে রাখলে ওজন উল্টে বেড়ে যেতে পারে

ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে ইদানীং খাওয়াদাওয়ায় রাশ টেনেছেন অনেকেই। বাইরের খাবার খাওয়া একেবারেই কমিয়ে দিয়েছেন। বরং ভরসা রাখছেন স্বাস্থ্যকর খাবারে। অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার অভ্যাসেই বাড়ে স্থূলতা, কোলেস্টেরল, ডায়াবিটিস, ক্যানসারের মতো রোগের ঝুঁকি। কিন্তু স্বাস্থ্যকর খাবার ভেবে যেগুলি খাচ্ছেন, সেগুলি আদৌ স্বাস্থ্যকর তো?

কোন খাবারগুলি স্বাস্থ্যকর মনে হলেও না খাওয়াই শ্রেয়?

স্মুদি ও শেক

ফিট থাকতে অনেকেই নানা ফল, দুধ দিয়ে বানানো স্মুদি ও শেক পছন্দ করেন। কেউ কেউ প্রোটিন শেকেও অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। কম ফ্যাট হলেও বাজারচলতি এই সব শেক ও স্মুদিতে অতিরিক্ত চিনি মেশানো থাকে। যা ডায়াবিটিস ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট।

ড্রাই ফ্রুটস

ড্রাই ফ্রুটসগুলিতে অতিরিক্ত নুন থাকে, তেমনই উচ্চ ক্যালোরি সম্পন্ন এ সব ফল ওজন বাড়ায়। ডেকে আনে ডায়াবিটিস। এমনিতেই ড্রাই ফ্রুটস কৃত্রিম উপায়ে টাটকা ফলের চেয়ে বেশি মিষ্টি করা হয়। তাই বেশি খেয়ে ফেলার প্রবণতাও তৈরি হয়।

নরম পানীয়

ওজন বৃদ্ধির ভয়ে সাধারণ নরম পানীয়ের জায়গায় অনেকেই বেছে নিচ্ছেন ডায়েট পানীয়। অনেকেরই মনে হচ্ছে এতে হয়তো ওজন ঠেকিয়ে রাখা যাবে। এই ডায়েট পানীয়ে অতিরিক্ত চিনি থাকায় তা রক্তে শর্করা বৃদ্ধি করে। ফলে ওজনও বেড়ে যেতে পারে।

ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে মাখন খাচ্ছেন না?

রান্নায় মাখন পড়লে স্বাদই বদলে যায়। ভাল হয়ে যায় মনও। গরম ভাতে এক টুকরো মাখন গললে, সেই ঘ্রাণ সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। সেই স্বাদও লেগে থাকে মুখে। কিন্তু বেশি মাখন খেলে বেড়ে যেতে পারে ওজন, সেই ভয়ও আছে। মোটা হয়ে যাওয়ার ভয় জয় করে দেদার মাখন খাওয়ার সাহস দেখাতে পারেন না অনেকেই। আর তাই বিকল্প খোঁজেন।

মাখনের স্বাদ অন্য আর কোন খাবারে মেটাতে পারেন?

ফ্রেশ ক্রিম

রান্নায় মাখনের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন ফ্রেশ ক্রিম। রান্না বেশ সুস্বাদু হবে। আবার ঝোলও বেশ ঘন হবে। ওজন বেড়ে যাওয়ারও ভয় নেই। ক্রিমে ফ্যাট নেই বললেই চলে। স্যুপ, ডেজার্টেও মাখনের পরিবর্তে ফ্রেশ ক্রিম দিতে পারেন।

আমন্ড বাটার

কাঠবাদাম থেকে তৈরি হওয়া মাখনে রয়েছে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং প্রোটিন। এই মাখন শরীরেও জন্যে ভাল। ওজন বাড়তে দেয় না। স্যুপ, স্মুদিতেও দিতে পারেন এটি।

ঘি

মাখনের চেয়ে ঘি বেশি স্বাস্থ্যকর। মাখনের পরিবর্তে নয়, এমনিতেই রান্নায় ঘি ব্যবহার করতে পারেন। স্বাদ তো বাড়বেই। বাড়তি মেদ জমারও আশঙ্কা থাকবে না। তবে ঘি হোক বা মাখন, ঘন ঘন কোনও কিছুই খাওয়া ভাল না।

নারকেল তেল

গায়ে মাখার নারকেল তেল আর রান্নার তেল কিন্তু এক নয়। এবং নারকেল তেলে রান্না করা খাবার বেশ সুস্বাদু হয়। নারকেল তেলে রয়েছে উচ্চ মাত্রার স্যাচুরেটেড ফ্যাট। যা শরীরের জন্য স্বাস্থ্যকর। নারকেল তেল রান্না, বেকিং করতেও ব্যবহার করতে পারেন।

পাঁচ লক্ষণ: দেখেই বুঝবেন হাড়ের অবস্থা ভাল নেই

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের ক্ষয় হওয়া স্বাভাবিক। কারও ক্ষেত্রে কম হয়, কারও বেশি। তবে ইদানীং অল্পবয়সিদের মধ্যেও অস্টিওপোরেসিসের ঝুঁকি বেড়েছে। হাড়ের যত্নের ক্ষেত্রে আমরা ভীষণ উদাসীন। অতিরিক্ত পরিমাণে বাইরের খাবার, ভাজাভুজি, রাস্তার ধারের তেলমশলাদার খাবার খাওয়া হাড়ের ক্ষতি করে। ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে অবশ্য বয়সের আগেই হাড়জনিত সমস্যা শুরু হয়। হাড়ের সমস্যাগুলি শরীরে বাসা বাঁধার আগে কিছু উপসর্গ দেখলেই সতর্ক হতে হবে। ভবিষ্যতের ভোগান্তি এড়াতে কোন কোন লক্ষণ দেখলেই চিকিতকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন?

১) অফিসে একটানা ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের সামনে বসে কাজের জন্য অনেকেই পিঠের যন্ত্রণায় ভোগেন। কিছু দিন শরীরচর্চা ও যোগাসনের করলেই অবশ্য এই ব্যথা দূর করা সম্ভব। তবে এই সমস্যা দীর্ঘ দিনের হলে বুঝবেন, আপনার হাড়ের অবস্থা ভাল নয়।

২) নখের স্বাস্থ্য দেখেও বুঝতে পারবেন, হাড় মজবুত রয়েছে কি না! বার বার নখ ভেঙে গেলে বুঝতে হবে, শরীর দুর্বল হাড়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

৩) হাত দিয়ে কোনও কিছু আঁকড়ে ধরতে গেলে যন্ত্রণা হচ্ছে? গ্লাস ধরতে সমস্যা? আটা মাখতে গেলেও ব্যথায় নাজেহাল? হাড় দুর্বল হয়ে গেলে এমনটা হতে পারে।

৪) দাঁতের মাড়ি আলগা হয়ে গেলেও তাকে দুর্বল হাড়ের লক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বয়সের আগেই দাঁত পড়তে শুরু করলে তা হাড়ের দুর্বলতার লক্ষণ।

৫) হাড় দুর্বল হয়ে গেলে চোট-আঘাতের ঝুঁকি বাড়ে। শরীরচর্চা কিংবা হাঁটাচলার সময় সামান্য আঘাতেই যদি হাড়ে চিড় ধরে, তা হলে সতর্ক হন। হাড়ের প্রতি যত্নশীল হোন।

দীপক রঞ্জন করের দু'টি কবিতা

'ব্যাক বেঞ্চার'

ছাত্র জীবনে বন্ধু আমার
রাসু ছিল ব্যাকবেঞ্চার,
তাঁর জীবনী বড়ই মজার
এক রহস্য এডভেঞ্চার।

পড়াশোনায় অমনোযোগী
তবে বুদ্ধি ছিল তাঁর ভারী,
নিজ প্রচেষ্টায় কামিয়েছে আজ
বেশ, ঐশ্বর্য্য দালান পাকা বাড়ি।

ফুলে ফেঁপে হয়েছে মোটা
বেশ নাম ডাকও হয় তাঁর ,
এক নামেতে চেনে সবাই
সমাজের জনপ্রিয় সবার।

আট দশটা গাড়ির মালিক
পাঁচ খানা বিরাট পুকুর
জমিজমা হোটেল বাড়ি
গেইটে বিলেতি কুকুর।

গাঁয়ের এখন মোড়ল সে
সবার কাছে মান্য
ব্যাক বেঞ্চার বন্ধু আমার
জীবন তাঁর ধন্য।
ব্যাক বেঞ্চার রাসু আজ
হলেন রসেন্দ্র বাবু ,
তাঁর কথাই যে শেষ কথা
গাঁয়ের সকল বাবুই কাবু।

'আমরাও সক্ষম'

আমাদের অবহেলা নয়
করো নাকো কোন ফন্দি,
আমরা সাদাসিধে মানুষ
দুর্ভাগ্যবশত প্রতিবন্ধী।

সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি আমরাও
নইকো পৃথিবীর বোঝা,
বাঁচিতে চাই সমাজে আমি
মেরুদন্ড করিয়া সোজা।

শিক্ষা দীক্ষায় আমাদের
আছে সমান অধিকার ,
সমাজে সমতলে চলে
স্বপ্নকে করিতে সাকার।

আমাদের মনেও স্বপ্ন জাগে
করছি অনবরত লড়াই ,
দেশের হিতে সবার মাঝে
কিছু যে করে যেতে চাই।

প্রতিবন্ধীকে হিংসা নয়
স্বেচ্ছায় কাছে নিয়ে এসো,
হৃদয় জুড়ে আগলে রাখো
স্নেহ দিয়া ভালোবাসো।

প্রতিবন্ধী ভাই বোন কোথাও
না হয় লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত
সেই শপথ হৃদয়ে রেখেই
প্রতিবন্ধী
দিবস হোক প্রতিপালিত।

শনিবার ত্রিপুরা পাবলিসাস গ্রিল্ডের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যার রাম লালা মন্দির দর্শনে যোগী, সিন্ধিয়া ও ভি কে সিং

অযোধ্যা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং জেনারেল ভি কে সিং উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যার রাম লালা মন্দিরে প্রার্থনা জানিয়েছেন। অযোধ্যা সফরে থাকাকালীন অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, ক্যাবিনেট মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেনারেল (অব.) ভি কে সিং শনিবার রাম লালার দর্শন করেন। অযোধ্যায় তৈরি হওয়া বিমানবন্দর পরিদর্শনে এদিন আসেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী ও জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। সে সময় মুখ্যমন্ত্রী যোগী অযোধ্যার রাম লালা মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিও খতিয়ে দেখেন। জানা গিয়েছে, ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত রামমন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্মসূচির আগে বিমানবন্দরের কার্যক্রম শুরু হবে। এর আগে এদিন শনিবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী এবং জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া অযোধ্যার হনুমান গড়িতে দর্শন ও পুজার্চনা করেন।

যুদ্ধ ফিরেছে গাজায়, ইজরায়েলি বিমান হামলায় মৃত্যু কমপক্ষে ১৭৮ জনের

গাজা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): শুক্রবার প্যালেস্টাইনের স্থানীয় সময় সকাল ৭টায় যুদ্ধবিরতির মেয়াদ ফুরিয়েছে। তার পরেই উত্তর ও দক্ষিণ গাজা থেকে ইজরায়েলি বিমানহানার খবর এসেছে। গাজায় হামাস-প্রভাবিত স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দাবি, যুদ্ধবিরতির মেয়াদ ফুরোনোর পর থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত বিমানহানায় মারা গিয়েছেন অন্তত ১৭৮ জন মানুষ। একই সময়ে ইজরায়েল বলছে, তারা হামাসের ২০০টিরও বেশি অবস্থানকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।

উল্লেখ্য, ২৪ নভেম্বর গাজায় চার দিনের জন্য সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছিল ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স ও হামাস। পরে আরও দু'দিনের জন্য তার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল। আমেরিকা, কাতার ও মিশর সংঘর্ষ বিরতি আরও বাড়ানোর জন্য তদ্বির করলেও তা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধবিরতি থামতেই ফের যুদ্ধ ফিরেছে

মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল লাদাখ, কম্পনের তীব্রতা ৩.৪

শ্রীনগর, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ। শনিবার সকালে ৩.৪ তীব্রতা ভূমিকম্প অনুভূত হয় লাদাখে। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, শনিবার সকাল ৮.২৫ মিনিট নাগাদ ৩.৪ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় লাদাখে। ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরতায় ছিল উপকেন্দ্র। মৃদু তীব্রতার এই ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি কোথাও।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি আরও জানিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাম থেকে ২৪৪ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে, শ্রীনগর থেকে ২৭৮ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে, গুলমার্গ

ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়ায় বোমা বিস্ফোরণে আহত দুই সিআরপিএফ জওয়ান

দান্তেওয়াড়া, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলায় বোমা বিস্ফোরণে দুজন জওয়ান আহত হয়েছেন। শনিবার আইইডি বোমা নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটেই দুজন আহত হন বলে জানা গিয়েছে। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শনিবার ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলায় নকশালদের লাগানো ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণের ফলেই দুজন কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর কর্মী আহত হয়েছেন। সিআরপিএফের একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, এদিন সকালে ঘটনাটি ঘটে। শনিবার সকালে নিরাপত্তা কর্মীরা বারসুর থানার সীমানার অধীনে ইন্দ্রাবতী নদীর উপর একটি সেতুর কাছে আইইডি দেখতে পায়। তারপর তাঁরা বিস্ফোরকটিকে নিষ্ক্রিয় করছিলেন, এমন সময় সেটি বিস্ফোরণ ঘটে দুজন জওয়ান আহত হয়।

নকশালদের গতিবিধি সম্পর্কে একটি গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সিআরপিএফের ১৯৫ তম ব্যাটালিয়নের একটি দলকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। তারাই আইইডিটি নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে আহত হয়।

দিল্লিতে খারাপ আবহাওয়ায় উড়ান পরিষেবা বিঘ্নিত, অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়া হল ১৮টি বিমান

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে খারাপ আবহাওয়ার কারণে বিঘ্নিত হয়েছে উড়ান পরিষেবা। শনিবার সকাল ৭.৩০ মিনিট থেকে ১০.৩০ মিনিটের মধ্যে মোট ১৮টি বিমানকে অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দিল্লিতে খারাপ আবহাওয়ার কারণে ১৮টি বিমানকে জয়পুর, লখনউ, আহমেদাবাদ ও অমৃতসর ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বায়ুদূষণের মধ্যেই শনিবার সকালে ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল রাজধানী দিল্লি। আর এই কারণেই সকাল ৭.৩০ মিনিট থেকে ১০.৩০ মিনিটের মধ্যে মোট ১৮টি বিমানকে অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভিস্তারার পক্ষ থেকে জানানো হয়, ইউকে৯০৬ আহমেদাবাদ থেকে দিল্লীগামী বিমানকে আহমেদাবাদে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। আবার ইউকে৯৫৪ মুম্বই থেকে দিল্লীগামী বিমানকে জয়পুরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। খারাপ আবহাওয়া ও দৃশ্যমানতা অভাবের কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপটির ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপটি পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে একটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে বলে জানিয়েছে ভারতের আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আগামী ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে নিম্নচাপটির ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আইএমডি সূত্রে জানা গিয়েছে।

একটি আইএমডি রিলিজ অনুসারে আরও জানা গিয়েছে যে, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপটি ৯ কিলোমিটার বেগে পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে গেছে।

তারফলস্বরূপ পয়লা ডিসেম্বর, ২০২৩ একই অঞ্চলে রাত ১১.৩০ নাগাদ নিম্নচাপটি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। এরপর এই নিম্নচাপটি উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে এবং ৪ ডিসেম্বর দুপুরের মধ্যে দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ এবং সংলগ্ন উত্তর তামিলনাড়ু উপকূলের কাছে পৌঁছে যাবে বলেও আইএমডি জানিয়েছে।

আইএমডি দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে প্রবল হাওয়া-বাতাস বইবার পূর্বাভাসও দিয়েছে।

ফের বেপরোয়া গতি প্রাণ কাড়ল কলকাতায়, বেহালায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাইক আরোহীর

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের বেপরোয়া গতি বলি প্রাণ কেড়ে নিল এক মোটরবাইক আরোহীর। শনিবার ভোররাতে বেহালার সখেরবাজারের কাছে ডায়মন্ড হারবার রোডে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। ভোররাত ৩.১৫ মিনিট নাগাদ বছর ত্রিশের শুভদীপ বিজলি নামে ওই বাইক আরোহীকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন টহলরত ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ। গুরুতর জখম বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে পাঠায়।

সেখানেই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। মৃত শুভদীপ বিজলির পেশায় গ্রিল মিস্ত্রি, মহেশতলার ময়নাগড়ের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, ঠাকুরপুকুরের দিক থেকে বেহালা চৌরাস্তার দিকে বাইকে যাচ্ছিলেন শুভদীপ। সেই সময় একটি গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মারে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করছে পুলিশ।

তবে ওই বাইক আরোহীকে কোনও গাড়ি ধাক্কা মেরে পালিয়েছে, নাকি নিজেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক থেকে পড়ে গিয়েছেন, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা। ঘটনাস্থলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মধ্যপ্রদেশে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করবে বিজেপি : জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

গোয়ালিয়র, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশে বিজেপির জয় নিয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। রবিবার মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা, তার একদিন আগে শনিবার সিন্ধিয়া বলেছেন, '২৪ ঘন্টা অপেক্ষা করতে দিন আমাদের; ফলাফল আগামীকাল সামনে আসবে।'

শনিবার গোয়ালিয়রে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেছেন, 'আগামীকালের গণনা নিয়ে আমরা সম্পূর্ণ আশাবাদী যে, মধ্যপ্রদেশে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করবে বিজেপি।' তিনি আরও বলেছেন, 'আমাদের ২৪ ঘন্টা অপেক্ষা করতে দিন, আগামীকাল ফল আমাদের সামনে থাকবে।'

রবিবার হকির জাদুকরকে স্মরণ করার দিন

শান্তি রায় চৌধুরী

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর(হি.স.) : ভারতীয় হকির উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিশ্ব হকির সর্বকালের শ্রেষ্ঠ তারকা খেলোয়াড় হিসাবেই দেখা হয় তাকে। তিনি এমন একজন ভারতীয় হকি দলের সদস্য ছিলেন যিনি ১৯২৮ আমস্টারডাম অলিম্পিক, ১৯৩২ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক এবং ১৯৩৬ বার্লিন এই তিনটি অলিম্পিকেই বিশ্বজয়ীর জয়মাল্য (স্বর্ণপদক) লাভ করেছিলেন। তাঁর জন্ম তারিখ ২৯ আগস্ট দিনটি ভারতে জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসাবে পালিত হয়।

ধ্যানচাঁদের হকি খেলার সৌন্দর্য্য দেখে ইংল্যান্ডের জনসাধারণ তাকে হকির জাদুকর নামে অভিহিত করেছিলেন। অনেকেই আবার তাকে হিউম্যান ঈল আখ্যা দিয়েছিলেন। ক্রীড়া জীবনে চারশোরও বেশি গোল করেছেন। ১৯৫৬ সালে তাকে ভারত সরকারের তৃতীয় সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ বেসামরিক সম্মান পদ্মভূষণে ভূষিত করে।উত্তর প্রদেশের ঝাঁসিতে শেষের দিনগুলো তার ভালো যায়নি। লিভারের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দিল্লির অখিল ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞানে ১৯৭৯ সালের ৩ ডিসেম্বর আজকের দিনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ঝাঁসিতে 'ঝাঁসি হিরোজ' ময়দানে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের দেওয়া পূর্ণ সামরিক মর্যাদায়।

বিহারের নওয়াদা জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাইক আরোহীর

নওয়াদা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিহারের নওয়াদা জেলায় শনিবার সড়ক দুর্ঘটনায় বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। নওয়াদা জেলার আকবরপুর থানা এলাকার ফতেহপুর মোড়ের কাছে একটি গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক বাইক চালকের। মৃত যুবকের নাম, লালন চৌহান। তিনি মুফাসসিল থানার তেতরিয়া বেলদাড়ি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর বাবা পেশায় কনস্টেবল বলে জানা গিয়েছে। যুবকের মৃত্যুর পর পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গিয়েছে, যুবক তাঁর স্ত্রীকে শ্বশুর বাড়িতে রেখে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। একটি গাড়ি তাঁকে পিছন থেকে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহত অবস্থায় তাঁকে আকবরপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় যুবকের মৃত্যু হয়। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

গোয়ায় রাশিয়ান পর্যটকের গাড়ির চাপায় মৃত তিন

পানাজি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : গোয়ায় শনিবার রাশিয়ান পর্যটকের গাড়ির চাপায় মৃত্যু হল তিনজন ব্যক্তির। শনিবার ভোররাতে উত্তর গোয়ার একটি গ্রামে একজন রাশিয়ান ভ্রমণকারীর গাড়িতে ধাক্কা লেগে তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

শনিবার ভোর সাড়ে তিনতে নাগাদ গোয়ার আরপোরা গ্রামে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তিনজন ব্যক্তি ওই রাশিয়ান পর্যটকের গাড়িতে বসতে যাচ্ছিলেন তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ডেপুটি পুলিশ সুপার জিববা দলভি সাংবদিকদের এই তথ্য জানিয়েছেন। রাশিয়ান পর্যটকের নাম আন্তন বাইচকভ (২৭)। তার একটি দ্রুতগামী গাড়ি তিন পর্যটককে ধাক্কা দেয় বলে অভিযোগ। মৃতদের নাম, মহেশ শর্মা (নাসিকের বাসিন্দা), দিলীপকুমার ব্যাং এবং মনোজকুমার সোনি (উভয়ই হায়দ্রাবাদের বাসিন্দা)। ডিএসপি জানান, ঘটনাস্থলেই তিন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

রাশিয়ান ব্যক্তিটির গাড়ি তিনজনকে ধাক্কা দিয়ে একটি নলায় পড়ে যায়। রাশিয়ান আন্তন গুরুতর আহত অবস্থায় বাম্বোলিমের গোয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ডিএসপি দলভি জানিয়েছেন, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই রাশিয়ান পর্যটেকর বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঘূর্ণিঝড় "মিগজাউম" তামিলনাড়ুর কাছে পৌঁছোনোয় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : তামিলনাড়ুর কাছাকাছি পৌঁছেছে ঘূর্ণিঝড় "মিগজাউম"। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে ভারতের আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতর শনিবার এক্স-এ পোস্ট করে জানিয়েছে, গত ছয় ঘণ্টায় দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে আসা নিম্নচাপটি আরও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে। এই নিম্নচাপ এলাকাটি শক্তি বাড়িয়ে আরও শক্তিশালী নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। শনিবার সকাল ৫.৩০ পর্যন্ত পুদুচেরিতে প্রায় ৫০০ কিমি, চেন্নাইয়ে ৫১০ কিমি, এবং নেল্লোরে ৬৩০ কিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় এটি পশ্চিম-উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে।

আবহাওয়া অধিদফতর আরও জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে দ্রুত গতিশীল "মিগজাউম" ঝড়ের তীব্রতার কারণে শনিবার থেকে তামিলনাড়ুর ১২টি জেলায় মাঝারি ধরনের ঝড়, বজ্রপাত ও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তামিলনাড়ুর নাগাপট্টিনাম, মায়িলাদুথুরাই, তিরুভারুর, রামানাথপুরম, তিরুপুর, ডিন্ডিগুল, টেনকাসি, বিরুধুনগর, থুথুকুডি, তিরুনেলভেলি কন্যাকুমারী এবং কারাইকাল জেলার বিচ্ছিন্ন এলাকায় মাঝারি ও বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তামিলনাড়ুতে ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কার কারণে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিন শুক্রবার সমস্ত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের যথাযথ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ঘূর্ণিঝড়ের ফলে প্রভাবিত হতে পারে এমন জায়গা থেকে মানুষজনকে সরিয়ে নেওয়া সহ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। শুক্রবার মন্ত্রিপরিষদের সচিব রাজীব গৌবার নেতৃত্বে জাতীয় সংকট ব্যবস্থাপনা কমিটি, "মিগজাউম" —এর জন্য রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এবং বিভাগগুলির প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেছে।

চোখের চিকিৎসা করাতে হায়দরাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : চোখের চিকিৎসা করাতে হায়দরাবাদে উড়ে গেলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।শনিবার সকালে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে হায়দরাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন অভিষেক। সেই সময়েই চোখে আঘাত লাগে তাঁর। তারপর থেকে একটানা বিদেশে চিকিৎসা চলে তাঁর। অস্ত্রোপচারও হয়। গিয়েছেন আমেরিকাতেও। মার্কিন মুলুকের জন হপকিন্স হাসপাতালে চিকিৎসাও করেছিলেন।

চলতি বছরও গিয়েছেন বিদেশে। দীর্ঘ সময় বিদেশের মাটিতে চলে চিকিৎসা। আগস্টে ফেরেন। সূত্রের খবর, অভিষেকের চোখে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছে। ইনফেকশনজনতি সমস্যায় ভুগছেন।

বেশিরভাগ সময়ে কন্ট্যাক লেন্স পরে থাকার কারণে চোখের সমস্যা বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তারই চিকিৎসা করাতে এদিন তিনি গেলেন হায়দরাবাদে। তবে এদিন কলকাতা থেকে যাওয়ার সময় অভিষেক জানান, আপাতত তাঁর চোখ ভালই আছে।

সৌরবায়ুর গতিপ্রকৃতি মাপছে আদিত্য এল-১, আরও একটি যন্ত্র সক্রিয় করল ইসরো

বেঙ্গালুরু, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): সূর্যের আলোকরশ্মি খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর তৈরি আদিত্য এল-১। দূর থেকেই মাপছে সৌরবায়ুর গতিপ্রকৃতি। সৌরযানের মধ্যে আরও একটি যন্ত্রকে সক্রিয় করেছে ইসরো। তার মাধ্যমেই সৌরবায়ু পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে ইসরো সে কথা জানিয়েছে।

ইসরো এক্স মাধ্যমে জানিয়েছে, "আদিত্য সোলার উইন্ড পার্টিকেল এক্সপেরিমেন্ট পেলোডের মধ্যে সোলার উইন্ড আয়ন স্পেকট্রোমিটার (এসডব্লিউআইএস) নামক যন্ত্রটি সক্রিয় করা হয়েছে। সৌরবায়ুর মধ্যেকার প্রোটন এবং আলফা কণা শক্তির তারতম্য গত দু'দিন ধরে পরীক্ষা করেছে যন্ত্রটি।" গ্রাফ আকারে সেই পরিসংখ্যান প্রকাশও করেছে ইসরো।

প্রসঙ্গত, গত ২ সেপ্টেম্বর সকালে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা সতীশ ধবন স্পেস রিসার্চ সেন্টারের লঞ্চিং প্যাড থেকে সূর্যের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিল আদিত্য-এল১। প্রায় সাড়ে ১০ লক্ষ কিলোমিটার ভ্রমণ করে গন্তব্যে পৌঁছবে সেটি। সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝের এল১ পয়েন্টে পৌঁছতে তার মোট চার মাস সময় লাগার কথা। ইসরোর সৌরযানের যাত্রা শুরু হওয়ার পর তিন মাস সম্পূর্ণ হল শনিবার। এখনও পর্যন্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী সব ঠিক চলছে। মহাকাশে কোথাও বাধা পায়নি আদিত্য-এল১।

বুদ্ধগয়ার মহবোধি মন্দিরে শুরু বিখ্যাত ত্রিপিটক পুজো, দেশ-বিদেশ থেকে আগত বৌদ্ধ ভক্তরা

গয়া, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): বিহারের বুদ্ধগয়ার মহবোধি মন্দিরে শুরু হয়েছে বিখ্যাত ত্রিপিটক পুজো।

ত্রিপিটক পুজোয় অংশ নিতে দেশ ও বিদেশ থেকে বহু বৌদ্ধ ভক্ত ও অনুসারীরা বুদ্ধগয়ায় এসে পৌঁছেছেন। পুজো উদযাপনের জন্য মন্দির ও সংলগ্ন চত্বর সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। শনিবার ত্রিপিটক পুজোর আগে, শুক্রবারই পবিত্র মহাবোধি বৃক্ষের নীচে অনেক ভক্ত ও সন্ন্যাসী প্রার্থনা করেছেন।

অনুষ্ঠানের সূচনা উপলক্ষ্যে বুদ্ধগয়ায় এদিন সকালে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। ভারত ছাড়াও বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ও ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশ থেকে ৪০০-র বেশি বহু বৌদ্ধ ভক্ত ত্রিপিটক পুজোয় অংশ নিতে এসেছেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবারের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, উপস্থিত থাকবেন বিহারের রাজ্যপাল ফাগু চৌহানও।

ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে ভারতীয় দলে বাংলার নতুন মুখ

মুম্বই, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): মেয়েদের ঘরোয়া ক্রিকেট মরসুম চলছে। এই মরসুমে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ খেলবে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। এই সিরিজ বাংলা ক্রিকেটের জন্য গর্বের মুহূর্ত। আপাতত ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা হয়েছে বিসিসিআই। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজের দল পরে ঘোষণা হবে। দুই স্কোয়াডেই রয়েছেন বাংলার কিপার ব্যাটার রিচা ঘোষ। দীপ্তি শর্মা। তাছাড়া উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে নজরকাড়া বাঁ হাতি স্পিনার বাংলার সাইকা ইসাক প্রথম বার জাতীয় সিনিয়র দলে ডাক পেয়েছেন।

আর অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপ এবং এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে সোনাজয়ী টিমের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বাংলার পেসার তিতাস সাধু রয়েছেন দুই স্কোয়াডেই। রয়েছেন আরসিবিতে নজরকাড়া শ্রেয়াঙ্কা পাটিলও। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু ৬ ডিসেম্বর। বাকি দুটি ম্যাচ ৯ ও ১০ ডিসেম্বর। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচটি হবে ১৪-১৭ ডিসেম্বর। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট ২১ থেকে ২৪ ডিসেম্বর। এই টেস্টটি হবে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড: হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা (সহ অধিনায়ক), জেমাইমা রডরিগজ, শেফালি ভার্মা, দীপ্তি শর্মা, যস্তিকা ভাটিয়া, রিচা ঘোষ, অমনজ্যোৎ কৌর, শ্রেয়াঙ্কা পাটিল, মন্নত কাশ্যপ, সাইকা ইসাক, রেনুকা সিং ঠাকুর, তিতাস সাধু, পূজা বস্ত্রকার, কনিকা আহুজা, মিন্নু মানি।

ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট স্কোয়াড:

হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা (সহ অধিনায়ক), জেমাইমা রডরিগজ, শেফালি ভার্মা, দীপ্তি শর্মা, যস্তিকা ভাটিয়া, রিচা ঘোষ, স্নেহ রানা, শুভা সতীশ, হরলীন দেওল, সাইকা ইসাক, রেনুকা সিং ঠাকুর, তিতাস সাধু, মেঘনা সিং, রাজেশ্বরী গায়কোয়াড়, পূজা বস্ত্রকার।

বাংলাদেশে ৫.৬ তীব্রতার ভূমিকম্প, মৃদু কম্পন কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায়

ঢাকা ও কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): মাঝারি তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল বাংলাদেশের একাধিক এলাকা। শনিবার সকালে ৫.৬ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বাংলাদেশে। কম্পনের উৎসস্থল কুমিল্লা থেকে ৪৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। ন্যাশানাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, ভারতীয় সময় শনিবার সকাল ৯টা ৫ মিনিটে বাংলাদেশে ভূমিকম্প হয়। উৎসের গভীরতা ছিল মাটি থেকে ৫৫ কিলোমিটার নীচে।

ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে কলকাতাতেও। এ ছাড়া, উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলা, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং হুগলিতেও শনিবার সকালে ভূমিকম্প টের পাওয়া গিয়েছে। ভূমিকম্প হয়েছে ত্রিপুরা, মিজোরামের বেশ কিছু এলাকায়। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতেও ভূমিকম্প টের পাওয়া গিয়েছে। ভূমিকম্পের সময় রাজধানীতে অনেকেই আতঙ্কে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চাঁদপুর, রাজশাহী, রংপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া থেকেও ভূমিকম্পের খবর পাওয়া গিয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই নিরাপদ আছেন জানিয়ে পোস্ট করেছেন।

উদয়পুরে প্রতি ঘরে সুশাসন ও বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। আজ উদয়পুর মাতাবাড়ি আর ডি ব্লকের অন্তর্গত খিলপাড়া ও পশ্চিম খিলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে পশ্চিম খিলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে অনুষ্ঠিত হয়' প্রতি ঘরে সুশান-২ ' ও 'বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা'। এই বিকাশ মেলায় কৃষি, পশুপালন দপ্তর, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর,স্ব- স্বাস্থ্য দফতর, সহায়ক দল , শ্রম দপ্তর, কৃষি বিভাগ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এফ এল সি শাখা, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের জামজুড়ি বি সির প্রদর্শনী স্টল প্রভৃতির সহযোগিতায় মেলা প্রাঙ্গন খুব জমজমাট ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। এই বিকাশ মেলায় উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি ব্লকের বিডিও শুভ্রবত দে, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অমরদ্বীপ দাস, পশ্চিম খিলপাড়ার প্রধান শিখা দাস, খিলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মানিক চক্রবর্তী, দুই পঞ্চায়েত নির্বাচিত সদস্য সদস্যা,পঞ্চায়েত সচিবদ্বয়,বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক - কর্মী বৃন্দ, দুই পঞ্চায়েতের সুবিধা প্রাপক সহ গ্রামবাসীরা।বিকাশ মেলায়

যে সমস্ত সুবিধা গ্রাম বাসিদের প্রদান করা হয় তা হলো,ও আর আর সার্টিফিকেট ,জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট ও নতুন আবেদন,ট্রেড লাইসেন্স ও নতুন আবেদন।প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার প্রকল্পের আবেদন পত্র, স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে শৌচাগারের আবেদন পত্র,প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার আবেদন পত্র,প্রধানমন্ত্রী সৌভাগ্য যোজনার আবেদন পত্র, অটল জলধারা প্রকল্পে পানীয় জল সংযোগের আবেদন পত্র, প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা লোন এর আবেদন পত্র,আয়ুষ্মান ভারত যোজনায় আবেদন পত্র,প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্পে আবেদন পত্র,মহকুমা প্রশাসন উদয়পুরের পক্ষ থেকে পি আর টি সি সার্টিফিকেট প্রদান ও নতুন আবেদন,আধার পরিষেবা,ইনকাম সার্টিফিকেট ও নতুন আবেদন পত্র ,ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও নতুন আবেদন পত্র,এসসি এসটি ওবিসি সার্টিফিকেট ও নতুন আবেদন পত্র, স্বাবলম্বন প্রকল্পে নতুন আবেদন,ডিস্টেন্স সার্টিফিকেট এর আবেদন পত্র,সারভাইবেল সার্টিফিকেট ও নতুন আবেদন পত্র,এছাড়াও বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের সুবিধা প্রদান যেমন-পশু চিকিৎসালয় থেকে সম্মানিত ডাক্তার কর্তৃক চিকিৎসা পরিষেবা ও বিনামূল্যে ঔষধ এর ব্যবস্থা ,ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের পক্ষ থেকে নতুন সংযোগ ও নতুন আবেদনপত্রে গ্রহণের ব্যবস্থা ,মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান,কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান ,

মহিলা স্ব-শক্তি করণের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্ব সহায়ক দলকে সহযোগিতায় প্রদান , ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতালের পক্ষ থেকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ পরিষেবা প্রদান করার ব্যবস্থা করা হবে।কৃষকদের মধ্যে ধান বীজ ,মাসরুম চারা বিলি করা হয়।উদয়পুর পুর পরিষদের উদ্যোগে ' প্রতি ঘরে সুশান-২ ' ও 'বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা' অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুর জামতলাস্থিত টাউন হলে। উপস্থিত চ ছিলেন রাজ্যের অর্থ, পরিকল্পনা ও সমন্বয় মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় ,পুরপরিষদের চ্যায়ারমেন শীতল চন্দ্র মজুমদার ও উদয়পুর পুরপরিষদের এক্সিকিউটিভ অফিসার তথা উদয়পুর মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য সহ পুর পরিষদের কাউন্সিলরগণ।সেখানেও সুবিধাভোগিদের মধ্যে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়। উভয় মেলাতে সাধারন মানুষের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যণীয়।

আহত ১

● **প্রথম পাতার পর**

নির্মাণ স্থলে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় রাস্তার বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সঙ্গে রডের সংস্পর্শে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মনিসুরের মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনায় আরো ৬ জন শ্রমিক আহত হয়েছে এবং তাদের অনেক জিবি হাসপাতালে ভর্তি আছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। অভিযোগ শ্রমিকদের উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করেই কাজ করানোর ফলে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দেববর্মার

● **প্রথম পাতার পর**

তাতে স্পষ্ট যে তাঁদের মৃত্যু দ্রারিদ্র্যের কারণে নয় বরং কিছু দুর্বৃত্তদের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যার কারণে বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। ওই ঘটনায় সঠিক তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।প্রসঙ্গত, গতকাল মেলাঘর ঠাকুরপাড়া স্কুলের বাসিন্দা চিন্তাহরণ পালের(৭০) মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। একই ঘর থেকে তাঁর স্ত্রী প্রতিমা পাল(৫০) ও মেয়ে মনিকা পাল (২০)-এর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তিনি পেশায় মৃৎশিল্পী হলেও বর্তমানে ঠাকুরপাড়া স্কুলে মিড-ডে-মিলের কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী প্রতিভা পালও এই কাজে সাহায্য করেন। সুযোগ পেলে বাড়িতে মূর্তিও তৈরি করেন তাঁরা। গতকাল সকালে চিন্তাহরণ পাল স্কুলে না আসায় একজন সহকর্মী বাড়িতে গিয়ে ডাকাডাকি করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা দরজা না খোলায় পাশের বাড়ির লোকজন আসেন এবং দরজা খুলেন। তখনই এলাকাবাসীরা দেখা পান মা, বাবা ও মেয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। সাথে সাথে পুলিশকে খবর পাঠিয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

সুশান্ত

● **আটের পাতার পর**

২০২২-২৩ সাল পর্যন্ত রাজ্যের ৯১ হাজার ৩৭৭ জন কৃষকের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ২১৯ মেট্রিকটন ধান ক্রয় করা হয়েছে। এর ফলে কৃষকরা ৩৪২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। কৃষকদের সুবিধার্থে ২০১৮-১৯ সাল থেকে নূন্যতম সহায়ক মূল্যের তুলনামুলক বৃদ্ধির তথ্য তুলে ধরে কৃষি মী জানান, ২০১৮-১৯ সালে প্রতি কেজি ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ছিল ১৭ টাকা ৫০ পয়সা, ২০১৯-২০ সালে ১৮ টাকা ১৫ পয়সা, ২০২০-২১ সালে ১৮ টাকা ৬৮ পয়সা, ২০২১-২২ সালে ১৯ টাকা ৪০ পয়সা, ২০২২-২৩ সালে ২০ টাকা ৪০ পয়সা এবং এখন ২১ টাকা ৮৩ পয়সা। তিনি গতকাল উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির জন্য আইসিএআর আয়োজিত ভার্চয়াল সম্মেলনে কৃষির উন্নতি সংক্রান্ত আলোচনার বিষয়বস্তু এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির ধানের চাহিদার সাথে উৎপাদনের পার্থক্যের তথ্য তুলে ধরেন। খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা ও কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে বলে কৃষিমী উল্লেখ করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভাল হেমেন্দ্র কুমার, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দ দাস, খাদ্য জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

দুই শিশু

● **প্রথম পাতার পর**

শিশু দুটি। তাদের বক্তব্য তারা আর হোমে ফেরত যাবে না। গেলেই নাকি তাদের আবার মারধর করা হবে। খবর পাঠানো হয় দুটি শিশুর পরিবারে। পরে দক্ষিণ চড়িলামস্থিত একটি শিশুকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং অপর শিশুকে পুলিশের হেফাজতে রাখা হয়। বিষয়টি বিশালগড় মহকুমা শাসকের গোচরে গেলে শনিবার উক্ত হোমের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে হোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার সকাল থেকে দফায় দফায় মিটিং চলে।বিশালগড় মহকুমা শাসকের নির্দেশে উক্ত মিটিংয়ে উপস্থিত হন ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস।

তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় সিডিপিও সুমেন চক্রবর্তী, ডিসিপিও উত্তম কুমার দাস,সি ডব্লিউ সি"র চেয়ারপার্সন, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর ভাথ(ঝস্তুন্ঠ),ডিসিপিইউ ইউনিট প্রটেকশন অফিসার, চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেব্বর্মা সহ অন্যান্যরা।মিটিংয়ে সকলের বক্তব্য শুনে ডিসিএম বলেন আগামী দিনে যদি হোমে থাকা শিশুদের কোনরকম মারধোর করা হয় তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এমনকি সুজন সরকারকে অন্য হোমে স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। যেহেতু সুজনকে শিশুরা ভয় পায়। তাছাড়াও ঘুমিয়ে থাকা বিছানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা,শিশুদের সঠিক চিকিৎসা সময়মতো করানো, হোমটি যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে হোম কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

ব্লকস্তর থেকে শুরু করে রাজ্যস্তরীয় যুব উৎসব সংগঠিত হয়ে আসছে। ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে জাতীয় যুব উৎসব পালনের মধ্যদিয়ে যুব উৎসব আয়োজনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যুব উৎসব আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যুবশক্তির মধ্যে দেশপ্রেমের ভাবনাকে জাগ্রত করা। স্বামী বিবেকানন্দ দেশের যুব সম্পদায়কে উন্নত ভারত গড়ার কাজে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের দেশপ্রেমের এই চিন্তাভাবনা বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিক।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হল যৌবন কাল। যৌবন কালেই অন্তর্নিহিত প্রতিভা ও শক্তির বিকাশ ঘটে থাকে। পৃথিবীতে যত সমাজ প্রগতির বিপ্লব হয়েছে তার সবই সম্ভব হয়েছে যুবশক্তিকে সঠিক দিশা দেওয়ার মধ্য দিয়ে। এই যৌবনকালকে সঠিক দিশায় পরিচালিত করলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব হবে। এরজন্য যুবশক্তির মেধা ও মননকে সঠিকপথে ধাবিত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি অন্তর্নিহিত মেধাশক্তি বিকশিত করার মাধ্যমে যুবকদের জাগ্রত করে তুলতে পারলে সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানও সহজ হবে। মুখ্যমী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসাবে গঠন করার সংকল্প নিয়েছে।সরকারের পাশাপাশি যুব সমাজকেও এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। শুধু তাই নয় যেকোন অন্যায়ের বিরুদ্ধেই যুব সমাজকে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে হবে। মুখ্যমী বলেন, রাজ্যের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রতিভার কোনও অভাব নেই। ছেলেমেয়েদের প্রতিভার বিকাশে আমাদের সকলকেই দায়িত্ব নিতে হবে।

অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামী টিংকু রায় বলেন, পৃথিবীর বা দেশের যেকোনো পরিবর্তনেই যুবশক্তির বড় ভূমিকা থাকে। আমাদের দেশ বর্তমানে খেলাধুলা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই দ্রত এগিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে যুবারা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করছে। রাজ্যেও অনেক প্রতিভাবান যুবক যুবতী রয়েছে। তাদের উপর আমাদের প্রত্যাশা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, যুবশক্তি হচ্ছে দেশের সম্পদ। এই সম্পদকে দেশমাতকার সেবার কাজে নিয়োজিত করতে হবে। পাশাপাশি যুবশক্তিকে বিভিন্ন ধরণের অপসংস্কৃতি হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। এবারের রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসবে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি জল সংরক্ষণ, জীবন শৈলীর পরিবর্তন, ফিট ইণ্ডিয়া, মিলেট খাদ্য উৎপাদন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও আলোচনা করা হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যবত নাথ। রাজ্যে সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য জাতীয়স্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন এমন কয়েকজনকে অনুষ্ঠানে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

১২টি ঘর

● **প্রথম পাতার পর**

১টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

এদিকে, শনিবার সাতসকালে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল গোটা রাজ্য। তীব্রতা এতটা না হলেও উৎপত্তিস্থল কাছাকাছি হওয়ায় ভূমিকম্পের তীব্র এবং ব্যাপক প্রভাব দেখা যায় রাজ্যজুড়ে। তার মধ্যে বিশালগড় মহকুমায় এই ভূমিকম্পের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশালগড় থানার দেওয়ালে ফাটল ধরে। তার সাথে বিশালগড় রাউৎখলা এবং জাঙ্গালিয়া এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িঘরেও ভূমিকম্পের প্রভাবে ফাটল দেখা যায়। বিশালগড়ের রাউৎখলা এলাকায় উত্তম রায় ও শুভা রানী রায়ের বাড়ির বসতঘরে এমনভাবে ফাটল ধরেছে বর্তমানে তাদের বসবাস করাটাই ঝুকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুভা রানী রায়ের ঘরে ছেলে ও তার স্ত্রী সহ নাতী একই ঘরে থাকেন। একই অবস্থা স্থানীয় উত্তম রায়ের ঘরেও। স্থানীয় বিধায়ক বহিঃরাজ্যে অবস্থান করায়, বিধায়কের আদেশে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশালগড় বিজেপি মন্ডলের কতিপয় কর্তৃপক্ষ প্রভাবিত বাড়ি ঘর পরিদর্শন করেন এবং তাদের প্রশাসনিক সহায়তার আশ্বাস প্রদান করেন। তবে হঠাৎ করেই কয়েক সেকেন্ডের ভূকম্পনে রীতিমতো বিশালগড়ের বিভিন্ন এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

দুর্গাপুরে আগ্নেয়াস্ত্র সহ পুলিশের জালে ৩

দুর্গাপুর, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : আগামী বছরই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে আগ্নেয়াস্ত্র সহ পুলিশের জালে ধরা পড়ল ৩ বমাল। উদ্ধার হল ৩ রাউন্ড কার্তুজ ও একটি পিস্তল। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর পলাশডিহা। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম পঙ্কজ শর্মা, দুর্গাপুরের পলাশডিহার বাসিন্দা। দিলখুশ পান্ডে, পাপ্পু খান বিহারের বাসিন্দা। দিলখুশ পান্ডে নামের বিহারের যুবক দুর্গাপুরের পলাশডিহার একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতো। শনিবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে দেন।ঘটনায় জানা গেছে, বেশ কয়েকমাস ধরে দুর্গাপুর পলাশডিহা এলাকায় বেআইনি অস্ত্র কারবারের অভিযোগ উঠেছিল। দুদিন আগে রাতে মায়াবাজারের একটি ভাড়াবাড়ীতে হানা দেয় পুলিশ। সেখানে তখন দুই অস্ত্র কারবারি বাদানুবাদ চরমে উঠেছিল। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে হানা দেয়। বিহারের দিলখুস পান্ডে নামের যুবককে পাকড়াও করলেও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চম্পট দেয় ফরিদপুরের পঙ্কজ শর্মা। পুলিশি তল্লাশিতে শুক্রবার রাতে ফরিদপুর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ৩ রাউন্ড কার্তুজ সহ পঙ্কজ শর্মাকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পাপ্পু খান নামের আরও এক ব্যক্তির নাম জানতে পারে পুলিশ। ওই ব্যক্তিকেও দুর্গাপুরের মায়াবাজার এলাকা থেকে গ্রেফতার করে।

জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর ফরিদপুরের পঙ্কজ শর্মা নামের যুবকের সঙ্গে বিহারের ওই যুবক আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচা করত বলে অভিযোগ। আর ওই দুই যুবকের সঙ্গে থাকতো মায়াবাজারে পাপ্পু খান। শনিবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে দেন। তবে লোকসভা নির্বাচনের আগে শিল্পশহরের বুকে অস্ত্র কারবারের হদিশে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।প্রসঙ্গত, গত ২৫ জুন রাত্রে পাঞ্চায়েত ভোটের আগে কেন্দ্রীয়বাহিনীর রুটমার্চের অন্ডাল সিঁদুলিতে ও পান্ডবেশ্বরে পুলিশের জালে ধরা পড়ল ৪ সশস্ত্র দুস্কৃতী। ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও তিন রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান অস্ত্র কেনাবেচার উদ্দেশ্যে দুষ্কৃতীরা জড়ো হয়েছিল। ওইদিন রাত্রে পান্ডবেশ্বরের অজয় সেতুর ওপর পুলিশের নাকা চেকিং চলছিল। ওইসময় একটি দেশী পাইপগান ও এক রাউন্ড কার্তুজসহ একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জী। তার আগে গত ২৪ ফেব্রুয়ারী গোপনসুত্রে খবর পেয়ে অন্ডালের বহুলার ভিখারি ধাওড়া এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। তল্লাশীতে দেশী পাইপগানসহ দুই দুস্কৃতি পুলিশের জালে ধরা পড়ে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি গুলি ভর্তি পাইপ গান ও দুটি থ্রি নট থ্রি কার্তুজ। উল্লেখ্য,সিমান্তবর্তী নাকা চেকপোস্টে নজরদারিতে বসানো হয় সিসি ক্যামেরা। পাণ্ডবেশ্বরের অজয় নদীর ব্রিজে বসানো রয়েছে স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা। অজয় নদীর প্রান্তে পশ্চিম বর্ধমান, অন্যপান্তে বীরভূম। দুই সীমান্তবর্তী জেলার মাঝে অজয় সেতুর সামনে রয়েছে নাকা চেকিং পোষ্ট। সীমান্তে নজরদারি রাখার জন্য এই নাকা চেকিং পোস্ট টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পাচার ও দুষ্কৃতীমূলক কার্যকলাপ করে সহজেই এক জেলা থেকে অন্য জেলায় গিয়ে অপরাধীদের পক্ষে গা ঢাকা দেওয়া সহজ। ফলে সর্বদা ওই নাকা চেকিং এ তৎপর থাকতে হয় পুলিশ আধিকারিকদের। গত ফেব্রুয়ারী মাসে সেখানে একটি এএনপিআর ক্যামেরা লাগানো হয়। মুলত আসা-যাওয়ার পথে সমস্ত গাড়ির নাম্বার ক্যামেরা বন্দি করে রাখার জন্য ও কড়া নজরদারির জন্যই ওই ক্যামেরা। উল্লেখ্য, আগামীবছর লোকসভা ভোট। তার আগে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় শিল্পশহরে। বিজেপি বিধায়ক লক্ষন ঘড়ুই বলেন,' গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসকদলের সন্ত্রাস মানুষ দেখেছে। বিধানসভা নির্বাচনের পরও মানুষ শাসকদলের সন্ত্রাস দেখেছে। মানুষ তৃণমূলের হাত থেকে পরিত্রান চাইছে। আর তাই নির্বাচনে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতিরা সন্ত্রাস করতে অস্ত্র মজুত করছে। আমাদের দাবী, এনআইএকে সঙ্গে নিয়ে শহরে অস্ত্র উদ্ধার করা হোক।' যদিও বিজেপির সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তাদের দাবী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর রাজ্যের মানুষের ভরসা আছে। তাই তৃণমূলের সঙ্গে আছে মানুষ। বিজেপি মিথ্যা অভিযোগ করছে।' পুলিশ জানিয়েছে, 'ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

বিলোনিয়ায় সৃজন ড্যান্সের নৃত্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ ডিসেম্বর।। বিলোনিয়া সৃজন ড্যান্স একাডেমি ষোড়শ বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত দুদিন ব্যাপী নৃত্য উৎসব বিলোনীয়া আর্য্যকলোনি সিত শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়ামে শুরু হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধায় শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়াম মুক্ত মঞ্চে সৃজন ড্যান্স একাডেমির শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত নৃত্যের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে। এইদিনের উদ্বোদনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ছিলেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উপদেষ্টা কমিটির সহসভাপতি সুব্রত চক্রবর্তী, বিধায়ক অশোক মিত্র, দক্ষিন জেলার জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ, ত্রিপুরা রাজ্যের খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী অপরেশ পাল সহ বিশিষ্ট অতিথিগন।

উদ্বোদনী অনুষ্ঠানের পর অতিথিগন আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন সৃজন ড্যান্স একাডেমির ষোড়শ বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়াম মুক্ত মঞ্চে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহন করে তার জন্য অতিথিগন সাধুবাদ জানান। নৃত্য হচ্ছে বিশেষ কলা, উচ্চাঙ্গসংগীত, ধামাইল,লোকগান,বিভিন্ন নৃত্যের নিজস্ব শৈলী নিয়ে পরিবেশিত হয়। সৃজন ড্যান্স একাডেমির কর্নধার রাহুল মজুমদার দুদিন ব্যাপী নৃত্য উৎসব পরিচালনার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। আলোচনা শেষে সৃজন ড্যান্স একাডেমির বিভিন্ন শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় নৃত্যানুষ্ঠান,নৃত্যানুষ্ঠানে অভিবাবক, বিশিষ্ট গুনীজনদের উপসিতিতে অনুষ্ঠান এক প্রানবন্ত রুপ নেয়।

গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু গ্রামবাসীর, আহত আরও ২

হরিশচন্দ্রপুর, ২ ডিসেম্বর (হি. স.) : মালদার হরিশচন্দ্রপুর থানার রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের রামশিমূল গ্রামে নতুন গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা এক গ্রামবাসীকে পিষে দিল ভূমি দফতরের মুহুরি। ঘটনায় আহত মৃতের স্ত্রী সহ তিন মাসের শিশু সন্তান। শনিবার দুপুরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম সামিউল হক (৪৮)। আহত হয়েছেন মৃতের স্ত্রী আনজুরা খাতুন ও তার তিন মাসের কন্যা সন্তান। আহতরা হরিশচন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রামশিমূল গ্রামের বাসিন্দা তথা হরিশচন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের ভূমি ও ভূমি সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের মুহুরি মুন্না আলি গত বৃহস্পতিবার নতুন চারচাকা গাড়ি কিনেছেন। শনিবার দুপুরে তিনি গ্রামের রাস্তায় গাড়ি চালানো শিখছিলেন। পরিবারকে নিয়ে নিজের বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন সামিউল হক ও তাঁর পরিবার। সেই সময় গাড়ি চালক মুন্না আলি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি ধাক্কা মারে সামিউল হককে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে হরিশচন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এদিনের ঘটনায় আহত হন মৃতের স্ত্রী আনজুরা বিবি ও তিন মাসের কন্যা সন্তান। তাদেরও অশংকাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে। এদিনের এই ঘটনায় দিনমজুরের মৃত্যুতে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ভারত সরকার
সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন বিভাগ (দিব্যাঙ্গজন)

জাতীয় পুরস্কারের উপস্থাপনা অনুষ্ঠান ২০২৩
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে
৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ — প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক দিবস

শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মু
ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি

বিশেষ অতিথিবৃন্দ

ড. বীরেন্দ্র কুমার
সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী, ভারত সরকার

শ্রী রামদাস আঠাওয়ালে
সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী, ভারত সরকার

শ্রী এ. নারায়ণস্বামী
সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী, ভারত সরকার

শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিক
সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী ভারত সরকার

সময়: সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থানঃ বিজ্ঞান ভবন, নতুন দিল্লি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন বিভাগ (দিব্যাঙ্গজন) এর ২০২৩ সালের স্বতন্ত্র বিভাগের ২১ জন এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিভাগের ৯ জন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তদের আন্তরিক অভিনন্দন

প্রধান প্রকল্প/ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন বিভাগ(দিব্যাঙ্গজন) এর কর্মসূচি

- বৃত্তি প্রকল্প
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যন্ত্রপাতি ক্রয়/এইডস অথবা যন্ত্রের প্রস্তুতির জন্য সহায়তার প্রকল্প(এডিআইপি প্রকল্প)
- দীনদয়াল দিব্যাঙ্গজন পুনর্বাসন প্রকল্প (ডি ডি আর এস)
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য ছাতা প্রকল্পের অধীনে এ্যাক্ট ২০২৬ (এস আই পি ডি এ):-
  - বাধা মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি
  - প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (এন এ পি- এস ডি পি)
  - অনন্য প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ (ইউ ডি আই ডি)
  - প্রবেশযোগ্য ভারত অভিযান
  - সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রচার (এজিপি) এবং চাকুরী প্রশিক্ষণ

আমাদের অনুসরণ করুন: @socialpwds www.depwd.gov.in

cbc 38117/11/0046/2324

৫ ম্যাচে ৩১ গোল হজম করে ঘরে ফিরছেন রাজ্যের ফুটবলাররা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। অন্তিম ম্যাচে ১৩ গোল। আগের চার ম্যাচে ১৮ গোল। সব মিলে গ্রুপ লীগের ৫ ম্যাচে ৩১ গোল হজম করে ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ফুটবলাররা ঘরে ফেরার টিকিট কাটছেন। রিটার্ন গিফট তথা প্রতিদানে একটা গোলও দেওয়ার ক্ষমতা হলো না। গ্রুপের অন্য পাঁচ দলের কাউকে। বিধ্বস্ত ত্রিপুরা। আসরের শেষ ম্যাচে। কেরলের বিরুদ্ধে। ফলে খালি হাতে রাজ্যে ফিরছে ধোনিতা রিয়াং-রা। ব্যাঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সিনিয়র মহিলাদের ফুটবলে। ব্যাঙ্গালুরু ফুটবল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পরাজিত হয় ১৩-০ গোলে। প্রথমার্ধে ৫-০ গোলে পিছিয়ে ছিলো ত্রিপুরা। দলের একনম্বর গোল রক্ষক রিঙ্কি খাতুন চোট

জাতীয় সিনিয়র মহিলা ফুটবল : গ্রুপ-সি লীগ

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
সিকিম	৫	৪	১	০	১২-২	১৩
কেরালা	৫	৩	০	২	২৩-৬	৬
চন্ডিগড়	৫	২	৩	০	৫-২	৯
কর্ণাটক	৫	২	১	২	১৫-৫	৭
আসাম	৫	১	১	৩	৭-১৬	৪
ত্রিপুরা	৫	০	০	৫	০-৩১	০

পেয়ে প্রথমার্ধেই মাঠ ছাড়তে দুর্বল হয়ে পড়ে রাজ্যদল। ফলে হারতে হয়েছে বড় ব্যবধানে। খেলা শেষে হতাশ ত্রিপুরার কোচ সুজিত ঘোষ ব্যাঙ্গালুরু থেকে টেলিফোনে বলেন, 'খেলতেই পারেনি মেয়েরা।

যোগ্য দল হিসাবেই জয় পেয়েছে কেরালা। এক ম্যাচেও জয় না পেলেও মেয়েদের অভিজ্ঞতা বেড়েছে। যা আগামী দিনে ভালো খেলতে সাহায্য করবে'। আসরে ৫ ম্যাচ খেলে সবকটি ম্যাচেই পরাজিত হয়ে রাজ্যে ফিরছে মেয়েরা। প্রথম ম্যাচে কর্ণাটকের কাছে শুন্য-আট গোলে, দ্বিতীয় ম্যাচে সিকিমের কাছে শুন্য-ছয় গোলে, তৃতীয় ম্যাচে আসামের কাছে শূন্য-দুই গোলে এবং চতুর্থ ম্যাচে চন্ডিগড় এর কাছে শুন্য-দুই গোলে হারের পর অন্তিম ম্যাচে আজ, শনিবার কেরালার কাছে ০-১৩ গোলে লজ্জাকর হার হেরে ব্যর্থ মনোরথে ঘরে ফিরছেন ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ফুটবল দল।

কোচ বিহার ট্রফি : লড়াইয়ে ফিরলেও শক্ত পরীক্ষার সম্মুখীন রাজ্যের ব্যাটার্সরা

ত্রিপুরা-১৮০ ও ৪২/০ গোয়া- ২১৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। বোলাররা ম্যাচে ফেরালো ত্রিপুরাকে। এখন দেখার ব্যাটসম্যান-রা কতটা লড়াই করে ত্রিপুরাকে চালকের আসনে নিয়ে যেতে পারে। ম্যাচ থেকে ফলাফল নিশ্চিত। রবিবার ম্যাচের তৃতীয় দিনে ব্যাটসম্যান-রা যদি উইকেটে টিকে থাকার মানসিকতা দেখাতে পারে তাহলে ম্যাচের ভাগ্য ত্রিপুরার দিকে ঘুরতে পারে। নতুবা পরাজয়ের হ্যাটট্রিক করবে ত্রিপুরা। দ্বিতীয় দিনের শেষে ত্রিপুরা আপাতত এগিয়ে ৭ রানে। ত্রিপুরার ১৮০ রানের জবাবে গোয়া প্রথম ইনিংসে ২১৫ রান করে। ৩৫ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিন শেষে ত্রিপুরা কোনও উইকেট না হারিয়ে ৪২ রান করতে সক্ষম হয়। অনূর্ধ-১৯ কোচ বিহার ট্রফি ক্রিকেটে। পানজিম জিমখানা ক্রিকেট মাঠে প্রথম দিনের ১ উইকেটে ২১ রান নিয়ে খেলতে নেমে শনিবার দিনের শুরু থেকেই ত্রিপুরার বোলারদের সাড়াশি আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ে স্বাগতিক গোয়া। মিডল অর্ডারে দিশাঙ্ক মিশকুইন যদি প্রতিরোধ গড়ে না তুলতেন তাহলে গোয়া প্রথম ইনিংসে লিড নিতে পারতো না। দিশাঙ্ক ১৪৩ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০ রান করেন।

এছাড়া দলের পক্ষে ভির যাদব ৭৯ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪০, চিত্তম জীবনকুমার ৫০ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ এবং ইয়াশ কাসভানকর ৯৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান রুখে দাড়াতে পারেননি।

গোয়া ৯১.২ ওভার ব্যাট করে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২১৫ রান করে। ত্রিপুরার পক্ষে অর্কজিৎ রায় ৭৮ রান দিয়ে ৩ টি, সম্রাট বিশ্বাস ৩১ রান দিয়ে এবং অভিক পাল ৩৮ রান দিয়ে ২ টি উইকেট দখল করেন। ৩৫ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা দ্বিতীয় দিনের শেষে ৮ ওভার ব্যাট করে কোনও উইকেট না হারিয়ে ৪২ রান করে। দ্বীপজয় দেব ২৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং দেবাংশু দত্ত ২১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রানে অপরাজিত থেকে যায়। দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যানকে রবিবার তৃতীয় দিনে দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হবে। কমকরে ২০০ রানের লিড নিতে না পারলে জয় পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে ত্রিপুরার। ফলে ত্রিপুরার ব্যাটসম্যানদের আজ অগ্নিপরীক্ষা।

রেপিড রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতার এন্টি আহ্বান, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ১০ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। আগামী ১০ ডিসেম্বর রাজ্য দাবা সংস্থার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৩-২৪ সালে সংস্থা আয়োজিত সবকটি প্রতিযোগিতার পুরস্কার এ দিন দেওয়া হবে। এন এস আর সি সি-র চেস হল-এ ওইদিন এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে।

উল্লেখ্য, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দুই দিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক প্রাইজমানি রেপিড দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

৯ ও ১০ ডিসেম্বর আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ইচ্ছুক দাবারুদের নির্দিষ্ট এন্টি ফি সহ রাজ্য দাবা সংস্থার অফিস গৃহে নাম জমা দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। নাম জমা দিতে হবে ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে।

জেলা থেকে আগত দাবারুদের এনএসআরসিসি-তে থাকার ব্যবস্থা করা হবে।

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এশিয়ান দাবা ফেডারেশনের ডেপুটি প্রেসিডেন্ট ভগৎ সিং চৌহান উপস্থিত থাকবেন।

এবছর সিনিয়র ম্যান, সিনিয়র ওমেন, অনূর্ধ ৭ থেকে অনূর্ধ ১৯ পর্যন্ত বয়স ভিত্তিক ৯টি ক্যাটাগরিতে মোট ১১০ জন খেলোয়াড় কে পুরস্কৃত করা হবে। সারাবছর যেভাবে রেকর্ড সংখ্যক খেলোয়াড় প্রতিযোগিতাগুলোতে শামিল হয়েছে, সেভাবেই বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ও রেপিড দাবায় অংশগ্রহণ করার জন্য সংস্থা থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। অল ত্রিপুরা চেস এসোসিয়েশনের অর্গানাইজিং সেক্রেটারি এক বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বিজয় মার্চেন্ট : ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে গো-হারা হেরে আসর শুরু ত্রিপুরার

ত্রিপুরা- ৬৫ ও ৬৮ তামিলনাড়ু-৩৭০/৭

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো প্রথম দিনই। দেখার ছিলো কতটা লড়াই ছুড়ে দিতে পারে দ্বিতীয় দিনে। কার্যত কিছুই দেখা গেলো না। প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও চূড়ান্ত ব্যাটিং ব্যর্থতা। আর তাতেই পরাজিত হলো বড় ব্যবধানে। ত্রিপুরা পরাজিত হয় ইনিংস এবং ২৩৭ রানে। অনূর্ধ-১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেটে। অসমের মঙ্গলদৈ এ অনুষ্ঠিত ৩ দিনের ম্যাচ শেষ হয় পৌনে ২ দিনেই। প্রথম দিনে শুক্রবার ত্রিপুরার ৬৫ রানের জবাবে তামিলনাড়ু ৪ উইকেট হারিয়ে ২৩৪ রান করেছিলো। শনিবার আরও ১৩৬ রান যোগ করার ফাঁকে ৩ উইকেট হারিয়ে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষনা করে। দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান ভাবিক দারিও এবং মোহিত সিং পঞ্চম উইকেটে ২৩১ বল খেলে ১৫৫ রান যোগ করে দলকে বড় স্কোর গড়াতে মূখ্য ভূমিকা নেয়। ভাবিক ১২৬ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৯ এবং মোহিত ১৫৭ বল খেলে ১০ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৯৫ রান করে। শেষ দিকে হেম চাদেশ্বন ৬২ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ঝড়ো ৫৬ রান করে অপরাজিত থেকে যায়। ত্রিপুরার পক্ষে নিতীশ কুমার সাহানি ৮৩ রান দিয়ে ৩ টি এবং রিয়াদ হুসেন ৮৪ রান দিয়ে ২ টি উইকেট দখল করে। ৩০৫ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে আবার ব্যাটিং বিপর্যয়ের শিকার হয় ত্রিপুরা। গুটিয়ে যায় মাত্র ৬৮ রানে, ২৯.৩ ওভার ব্যাট করে। দলের পক্ষে রিয়াদ হুসেন ৭০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং দ্বীপ দেব ১৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করে। এছাড়া অতিরিক্ত খাতে পায় ১৪ রান। ত্রিপুরার আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। তামিলনাড়ুর পক্ষে ডি দীপেশ ১১ রান দিয়ে ৪ টি, প্রণব বালাজিম ৮ রান দিয়ে এবং বি কে কিষান ৯ রান দিয়ে ২ টি উইকেট দখল করে। ৬-৮ ডিসেম্বর ত্রিপুরার দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ ওড়িশা। মঙ্গলদৈ এ হবে ম্যাচটি। প্রথম ম্যাচে লজ্জাজনক পরাজয়ে মানসিকভাবে অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েছে ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। ওই অবস্থায় ওড়িশার বিরুদ্ধে কতটা ঘুরে দাড়াতে পারবে তা-ই দেখার।

স্কুল গেমসের রাজ্যভিত্তিক ওয়েট লিফটিং প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। সামনেই রয়েছে অনূর্ধ ১৯ বালক ও বালিকাদের জাতীয় স্তরের ওয়েট লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ। বিগত দিনের মতো এবারও জাতীয় আসরে অংশ নেবে ত্রিপুরা। তাই চূড়ান্ত দল গঠন করার লক্ষ্যে শনিবার আগরতলায় এনএসআরসিসিতে অনুষ্ঠিত হলো রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা। যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের অন্তর্গত ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে আয়োজিত ওয়েট লিফটিং প্রতিযোগিতায় রাজ্যের সব কটি জেলা থেকে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে। সকালে একদিনের এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যাগ্রত নাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের অধিকর্তাসহ আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্ট পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, দ্রোণাচার্য বিশ্বেশ্বর নন্দীর সহ আরো অনেকে। একদিনের এই প্রতিযোগিতা থেকেই জাতীয় আসলে অংশ নেওয়ার জন্য চূড়ান্ত রাজ্য দল গঠন করা হবে।

শতদল সংঘের অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেট দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। শতদল সংঘের অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটারদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের জন্য শতদল সংঘর ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের ২০২৩-২৪ মরশুমের জন্য অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটারদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। দলকে নেতৃত্ব দেবে অঙ্কিত দাস।

ডেপুটি হিসেবে থাকবে স্বপ্নদ্বীপ দাস। এছাড়া অন্যান্য ক্রিকেটাররা হলো কর্ণ দাস, অঙ্কন সাহা, ভিধাং কুমার মালু, তনয় দেবনাথ, অর্ঘ্য দাস, অর্পণ দে, অভিজ্ঞান দে, পাপাই দাস, সূর্য কুমার মালু, সুদীপ্ত ঘোষ, বিভাস দাস, শ্রীশান্ত ঘোষ, কোচ রাজু দাস, ম্যানেজার রতন কুমার বণিক। শতদল সংঘের সম্পাদক অধীর দেবনাথ এক বিবৃতিতে সংঘের অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটারদের নাম ঘোষণা করেছেন।

বাঘাযতীন-ধর্মনগর মর্নিং-এর প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সিন্থেটিক অ্যাস্ট্রোটার্ফ গ্রাউন্ডে এক প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাঘাযতীন মর্নিং ক্লাব বনাম ধর্মনগর মর্নিং ক্লাবের মধ্যে এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আগামীকাল সকাল সাতটায় অনুষ্ঠিত হবে। প্রদর্শনী প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজক টাউন বরদোয়ালিস্থিত বাঘাযতীন মর্নিং ক্লাব-ই। সংশ্লিষ্ট ফুটবলপ্রেমীদের এই ম্যাচ উপভোগ করার জন্য উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সভাপতি সুশান্ত রায় এবং সম্পাদক শ্যামসুন্দর বসাক এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

PNIe-T NO. 22/EE/DWS/KD/2023-24 Dt. 30-11-2023

(1) DNIe-T No_207/EE/DWS/KD/2023-24
(2) DNIe-T No_208/EE/DWS/KD/2023-24
(3) DNIe-T No.209/BE/DWS/KD/2023-24
(4) DNIe-T No_210/BE/DWS/KD/2023-24
(5) DNIe-T No_211/EE/DWS/KD/2023-24
(6) DNie-T No_212/BE/DWS/KD/2023-24
(7) DNIe-T No_213/BE/DWS/KD/2023-24
(8) DNIe-T No_214/EE/DWS/KD/2023-24
(9) DNIe-T No_215/EE/DWS/KD/2023-24
(10) DNIe-T No_216/EE/DWS/KD/2023-24
(11) DNIe-T No_217/BE/DWS/KD/2023-24
(12) DNIe-T No_218/EE/DWS/KD/2023-24
(13) DNIe-T No_219/BE/DWS/KD/2023-24
(14) DNIe-T No_220/EE/DWS/KD/2023-24
(15) DNIe-T No_221/BE/DWS/KD/2023-24
(16) DNIe-T No_222/EE/DWS/KD/2023-24
(17) DNIe-T No_223/BE/DWS/KD/2023-24
(18) DNIe-T No_224/BE/DWS/KD/2023-24
(19) DNIe-T No_225/EE/DWS/KD/2023-24
(20) DNIe-T No_226/EE/DWS/KD/2023-24
Period of downloading of biding documents at :- 06/12/2023 to 21/12/2023
Deadline for online Bidding t 21/12/2023 up to 15.00 Hours
Date & Time of opening Bid - up to 12.00 Hours
Place of opening of Bid(s) :- O/o the Executive Engineer, DWS Division, Kumarghat For details please contact to the office of the undersigned.

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-3400/23

Executive Enigneer
DWS Division, Kumarghaty
Unakor Tripura

Notice Inviting Quotation (NIQ)

The Principal, College of Agriculture, Tripura invites quotations in sealed envelope from authorized dealers / reputed firms having experiences in supplying and installation of Printer for purchase of one number Printer at the College of Agriculture, Tripura. The Maximum financial sealing is 50,000/- (Rupees Fifty Thousand) only including carrying, installation and all other taxes. The interested authorized dealers / reputed firms may submit their financial and technical documents within seven days of publication of this NIQ in local daily up to 3.00 PM to the undersigned. The bidder must be a GST registered having valid PAN, Trade license, Income Tax Clearance Dealing experiences etc. The details technical specification etc can be downloaded from the website (https://coatripura.ac.in/) of the College of Agriculture, Tripura. The authority will have the complete right to reject or cancel any bid if not satisfied.

ICA/C-3393/23

(Dr. T. K. Maity)
Principal
College of Agriculture, Tripura

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জনজাতিদের কল্যাণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। জনজাতিদের কল্যাণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। জনজাতি সম্পদায়ের জনগণের আর্থসামাজিক মান উন্নয়ন ও জনজাতি অধ্যষিত এলাকার সার্বিক বিকাশে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আজ খোয়াই জেলার ধূপছড়া ভিলেজের সরজিৎ দেববর্মার বাড়িতে জনজাতি সম্পদায়ের সমাজপতিদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। সমাজপতিদের সাথে মতবিনিময়ের পর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমী জানান, রাজ্য সরকার জনজাতি অংশের মানুষের উন্নয়নে আন্তরিক। সরকারের এই আন্তরিকতা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপে ফুটে উঠেছে। রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষ যাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করতে পারেন সেই লক্ষ্যে বিকশিত ভারত সংল্প যাত্রা ও প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযান শুরু হয়েছে।

খোয়াই সফরে এসে আজ মুখ্যমী প্রথমে পদ্মবিল ব্লকের ওয়ারেনটুবাড়ি ভিলেজের গাইরিনপাড়াতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর শহীদ জওয়ান চিত্তরঞ্জন দেববর্মার বাড়িতে যান। সেখানে মুখ্যমী শহিদ পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন। মুখ্যমী শহীদ জওয়ানের পিতা মধুসূদন দেববর্মা, মাতা ধনছড়ি দেববর্মা, স্ত্রী নমিতা দেববর্মা, পুত্র অকলাই দেববর্মা, মেয়ে ইনলেক দেববর্মা সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন ও তাদের বিষয়ে খোঁজখবর নেন। সেখানে মুখ্যমী শহীদ জওয়ানের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুপার্ঘ্য অর্পণ করেন। তাছাড়াও মুখ্যমী শহীদ জওয়ানের বাড়ির কাছেই নির্মিত শহীদ বেদীতেও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। মুখ্যমীর সাথে ছিলেন জনজাতি কল্যাণমী বিকাশ দেববর্মা, খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, বিধায়ক রঞ্জিৎ দেববর্মা, খোয়াই জেলার জেলাশাসক চাঁদনি চন্দ্রন, পুলিশ সুপার অভিনাশ রায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজীব সেনগুপ্ত প্রমুখ।

চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। পুলিশি তৎপরতায় ২০ ঘন্টার মধ্যে চুরি হয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রিকোভারি এজেন্সি তে কর্মরত প্রদীপ গোপ নামে এক ব্যক্তি উনার ব্যাক্তিগত কাজে কমলপুর থেকে তেলিয়ামুড়ার উদ্দেশ্যে আসে। তেলিয়ামুড়া আসার পর উনার মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে যাওয়ায় উনি তেলিয়ামুড়া হাওয়াইবাড়ি স্থিত সি.এন.জি স্টেশন সংলগ্ন একটি দোকানে মোবাইল টি চার্জ দেবার জন্য রেখে যান কিন্তু সেখান থেকে কে বা কাহারা মোবাইল টি চুরি করে নিয়ে যায়। পরে মোবাইল মালিক প্রদীপ গোপ দোকানে এসে মোবাইল টি না পেয়ে,বহু খোজাখুজি করার পরও মোবাইলটি খুজে পাননি।

পরবর্তীতে বৃহস্পতিবার রাতেই তিনি তেলিয়ামুড়া থানায় এই ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ জানান। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ অভিযোগ হাতে পেয়ে শুক্রবার তদন্ত শুরু করে, তেলিয়ামুড়া হাওয়াইবাড়ি স্থিত সি.এন.জি স্টেশন সংলগ্ন যে দোকান থেকে ওই মোবাইল টি হারানো গিয়েছিল সেই দোকানের পেছনের মাটির নিচ থেকে মোবাইল টি উদ্ধার করতে সক্ষম হন।

পুলিশি তৎপরতায় নিজের চুরি হয়ে যাওয়া মোবাইল টি পুনরায় ফিরে পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়েছেন মোবাইল মালিক প্রদীপ গোপ।

ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৪০ হাজার মেট্রিকটন

ধান ক্রয়ের মূল্য বাড়াল সরকার ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। রাজ্য সরকার খারিফ মরশুমে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ৪০ হাজার মেট্রিকটন ধান ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। প্রতি কেজি ধান ২১ টাকা ৮৩ পয়সা দরে ক্রয় করা হবে। রাজ্যের ৪৯টি ধান ক্রয় কেন্দ্র থেকে এই ধান ক্রয় করা হবে। আগামী ১১ ডিসেম্বর থেকে ধান ক্রয় করা শুরু হবে। আগামী ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪-এর মধ্যে ধান ক্রয় করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর এবং খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর আয়োজিত যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমী সুশান্ত চৌধুরী এ সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষিমী রতনলাল নাথ উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমী জানান, আগামী ১১ ডিসেম্বর সিপাহীজলা জেলার মেলাঘরের একটি ধান ক্রয় কেন্দ্র থেকে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের সূচনা হবে। এই বিষয়ে কৃষিমী রতনলাল নাথের সভাপতিত্বে আজ রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার মহকুমাশাসক, ৮টি জেলার কৃষি আধিকারিক সহ খাদ্য দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের সাথে ভার্চয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমী জানান, ২০১৮ সালে রাজ্যে বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বছরে ২ বার করে ধান ক্রয় করা হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে রাজ্য সরকার রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে এবারের খারিফ মরশুমে ৪০ হাজার মেট্রিকটন ধান ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষিমী রতনলাল নাথ জানান, রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে ২০১৮ সাল থেকে রাজ্য সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা শুরু করে। কৃষকদের কৃষি কাজে উৎসাহিত করার পাশাপাশি তারা যেন উৎপাদিত ফসলের নায্য মূল্য পান সেজন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। তিনি তথ্য দিয়ে জানান, ২০১৮-১৯ সাল থেকে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজভবনে আসাম দিবস

আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। আজ রাজভবনে এক অনুষ্ঠানে আসাম দিবস উদযাপন করা হয়। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ড. রবীন্দ্র ভারালি, ড. দীপক উপাধ্যায়, ড. রতন দাস, ড. সিন্ধ পদুয়াল ও ড. মিঠু অঞ্জলি গ্যানকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে আসামের রাজ্যপালের একটি ভিডিও বার্তা ও আসাম দিবস উপলক্ষে একটি ভিডিও প্রদর্শিত হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আসাম দিবস উপলক্ষে আসামের জনসাধারণকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় হয়। এক রাজ্যের মানুষ অন্য রাজ্যের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিষয়ে পরিচিত হতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে কাজ করছে।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ড. সিন্ধ পদুয়াল বলেন, আসাম রাজ্য গঠনে আসামের রাজা, মহারাজারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাদের ভূমিকা মরণীয় করে রাখতেই আসাম দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের সচিব উত্তম কুমার চাকমাও বক্তব্য রাখেন। রাজভবনের আধিকারিক এবং কর্মীগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাজভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

কল্যাণপুরে দুদিনের কর্মশালা সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২ ডিসেম্বর।। শনিবার শেষ হলো গ্রামীণ বিকাশের লক্ষে আয়োজিত কল্যাণপুর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে দুই দিনের এক কর্মশালা। এই কর্মশালা ছিলো কল্যাণপুর ব্লকের অধীন ১৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৭ টি ভিলেজ কমিটির নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে। শুক্রবার এই সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রার স্থানীয়করণ / দারিদ্রমুক্ত এবং উন্নত জীবিকা সম্পন্ন গ্রাম থিম নাম্বার এক এর কর্মশালার উদ্বোধন করেন কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ। ছিলেন কল্যাণপুর এর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক হিমেন্দু বিকাশ পাল, পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব পাল, এডিশনাল বি ডি ও দিলীপ দেবনাথ, পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক কৌশিক দেববর্মা প্রমুখ। বিদ্যুৎ বিপর্যয় এর মধ্যেই স্বাগত ভাষণ দেন বি ডি ও হিমেন্দু বিকাশ পাল। তিনি বলেন গ্রাম পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট ফান্ড প্রকল্পে গ্রাম কে উন্নত করা হয়। কিন্তু কাজের ধরণ বদলেছে। আগে হয় তো একটা রাস্তা ওই গ্রামের সেই জায়গাতে লাগতো। তা করে দেওয়া হতো। কিন্তু বর্তমানে স্থির হয়েছে গ্রাম থেকে পরিকল্পনা আসবে। তারপর বি ডি ও সেই প্রস্তাব খতিয়ে দেখবেন। এরপর কাজ হবে। হিমেন্দু বিকাশ পাল স্বীকার করেন সঠিক পরিকল্পনার অভাবে গত অর্থ বছরের কিছু টাকা এখনও অব্যয়িত রয়ে গেছে। আগে কোন নির্মাণ কাজ বা উন্নয়ন মূলক কাজ থিমের উপর হতো না। কিন্তু এখন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এর স্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে থিমের উপর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। একটি গ্রাম স্বচ্ছ কি না। গ্রামের মহিলারা কতটুকু আত্মনির্ভর তা দেখা হতো না। কিন্তু এখন সব দিক দেখে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। উদ্বোধক এর ভাষণে পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ বলেন ৯ টি মোট থিম থাকবে। গ্রামের সম্পদের উপর ভিত্তি করে গ্রামের মানুষ ঠিক করবে কোন থিমের আওতাতে ওই গ্রামের উন্নয়ন হবে। ২০ টি পঞ্চায়েত এর মধ্যে ৫ টি কে শিশু বান্ধব এবং স্বাস্থ্যবান করতে হবে। গ্রামের উন্নয়ন এ টাকা খরচ করতে না পারলে পরের ফান্ড আসবে না। তিনি বলেন ৯ টি থিমের মধ্যে কোন গ্রাম হয় তো মহিলা বান্ধব। দক্ষিণ ঘিলাতলী যেমন সুশাসনে পুরস্কৃত হয়েছে। তেমনই কোন গ্রাম হয় তো স্বচ্ছ ও সবুজ গ্রাম হিসাবে পরিচিত। কোন গ্রাম শিশু বান্ধব। এই সব মাথায় রেখে গ্রামের উন্নয়নে কাজ করতে হবে ব্লক প্রশাসন সহ গ্রামের জন প্রতিনিধিদের। একটা গ্রামে একাধিক থিমের উপর কাজ না করে একটা বা দুই টা থিমের উপর কাজ করলে সাফল্য আসবে দ্রুত। সোমেন গোপ বললেন এই কর্মশালা এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে অ্যাকশন প্ল্যান ২০২৪/২৫ এর জমা দিতে হবে। তিনি বলেন একটি গ্রামের জন্য একসাথে বেশী পরিকল্পনা নিলে কোন কাজই সুষ্ঠু ভাবে হয় না। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই কর্মশালার নির্যাস থেকে গ্রামের উন্নয়নে একটা বড় ভূমিকা থাকবে। অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সুশাসন পৌঁছে দেবার যে স্বপ্ন দেশের প্রধানমন্ত্রীর তা সফল হবে।

সোনামুড়ায় কংগ্রেসে যোগদান সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২ ডিসেম্বর।। সোনামুড়া জেলা কংগ্রেস ভবনে শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহার উপস্থিতিতে এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই যোগদান সভায় ৩৭ পরিবারের ১৭০ জন ভোটার এইদিন কংগ্রেস দলে যোগদান করে।

দলীয় পতাকা হাতে তুলে দিয়ে নবাগতদের কংগ্রেস দলে বরণ করে নেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা জানিয়েছেন, রাজ্যে বর্তমানে অভাবের কারনে মা তার সন্তান বিক্রয় করছে। অভাবে কারনে আত্মহত্যার ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অভাবের কারনে মানুষ অসাধু রাস্তা বেছে নিচ্ছে। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। অথচ সরকার সুশাসনের কথা বলছে। এই সরকারকে বিজ্ঞাপনের সরকার বলেও কটাক্ষ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

আজ সোনামুড়া জেলা কংগ্রেস ভবনে জেলার নেতৃত্বদের নিয়ে এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রী আশিষ কুমার সাহা, জেলা কংগ্রেস সভাপতি দীপক চক্রবর্তী, বরিস্ট সংখ্যালঘো নেতা ইদ্রিস মিয়া, প্রদেশ ছঞ্জ কংগ্রেস চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস, জনজাতি নেতা অনন্ত মুরাসিং সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্বগণ। নেতৃত্বগণ। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা এবং স্থানীয় নেতৃত্বদের উপস্থিতিতে ৩৭ পরিবারের ১৭০ জন ভোটার বিভিন্ন দল ছেড়ে জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগদান করেন।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। যতনবাড়ি থেকে করবুক মহকুমার বৈরাগী দোকান এলাকায় শনিবার সকালে পথ অবরোধে সামিল হয় এলাকাবাসী। অভিযোগ, যতনবাড়ি থেকে করবুক --- শিলাছড়ি যাওয়ার প্রধান সড়কটি বেহাল দশায় পরিণত হয়ে আছে।যার ফলে যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বিগত কয়েক মাস আগে নতুনবাজার, যতনবাড়ি, করবুকের গাড়ি চালকরা পথ অবরোধে সামিল হয়। করবুক মহকুমার এস ডি এম ও করবুক ডিসিএম পথ অবরোধে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এবং রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দিলে পথ অবরোধ করতে হয় করে তারা। কিন্তু পরবর্তীতে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না দেখে অবশেষে আজ সকাল আটটা নাগাদ করবুক মহকুমার বৈরাগী এলাকায় জনগন ক্ষুব্ধ হয়ে পথ অবরোধে সামিল হয়।

পথ অবরোধের ফলে যতনবাড়ি করবুক যাওয়া একমাত্র প্রধান সড়কটি আটকে পড়ে বহু যানবাহন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে করবুক ডিসিএম অরজিৎ দেববর্মা। সেখানে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের ৫ দিনের মধ্যে যতনবাড়ি — করবুক ও শিলাছড়ি রাস্তার কাজ শুরু করবে বলে আশ্বাস দেওয়া হলে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

নিগমের দক্ষিণ জোনের উদ্যোগে বড়দোয়ালি স্কুলে প্রশাসনিক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। মানুষের দুয়ারে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌছে দিতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা এবং প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এর অঙ্গ হিসেবে আগরতলা পুর নিগমের দক্ষিণ জোনের উদ্যোগে বড়দোয়ালি স্কুলে এক প্রশাসনিক শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই দিনের শিবিরের উদ্বোধন করেন নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা মীনারানি সরকার, পুর নিগমের দক্ষিন জোনের চেয়ারম্যান অভিজিৎ মল্লিক, পুর নিগমের সহকারী কমিশনার মোঃ সাজ্জাদ, কর্পোরেটর বাপি দাস সহ অন্যান্যরা। এই শিবির থেকে সাধারন মানুষকে পি.আর.টি.সি, এস.সি সার্টিফিকেট, ও.বি.সি সার্টিফিকেট, আয়ুষ্মান কার্ড, আধার কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

শিবিরের উদ্বোধনি অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশের সকল অংশের মানুষের জন্য বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সূচনা করেছেন। অপরদিকে রাজ্য সরকার প্রতিঘরে সুশাসন ২.০-র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। বহু মানুষ এখনো কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। তাই সকল যোগ্য ব্যক্তি যেন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন তার জন্য বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ও প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ শুরু করা হয়েছে।

বিভিন্ন দাবিতে তেলিয়ামুড়ায় বামেদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ ডিসেম্বর।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাকমুহুর্তে বিদ্যুৎ এবং রেল পরিষেবা বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবিতে সিপিআইএম তেলিয়াম ুড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে তেলিয়ামুড়ায় অনুষ্ঠিত হলো বিভিন্ন দাবি যাওয়ার সমর্থনে এক জনসভা। শনিবার এই সভার প্রথমেই এক লাল ঝাণ্ডার গর্জ্যমান মিছিল তেলিয়ামুড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। লাল ঝান্ডার দীপ্তমান মিছিলটি সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া মহকুমা অফিস থেকে শুরু করে তেলিয়ামুড়া শহর কাঁপিয়ে সভা স্থলে উপস্থিত হয়। তবে মিছিলের মধ্যে দেখার মত যে সিপিআইএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তেলিয়ামুড়া নেতৃত্বদের সাথে প্রথম সারিতে না হেঁটে সাধারণ কর্মী সাধারনের সঙ্গে মিছিলের শেষ অংশে হাটে। পরবর্তী সময়ে তেলিয়ামুড়ার বাজারে জনসভা টি অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআই এম পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার। সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক হেমন্ত কুমার জমতিয়া এবং প্রাক্তন বিধায়ক মনীন্দ্র চন্দ্র দাস। সভার শুরুতে বক্তব্য রাখেন হেমন্ত কুমার জমাতিয়া। আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন বর্তমানে রাজ্যের অবস্থা এই জায়গা গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে খোদার যন্ত্রণায় মানুষকে সন্তান বিক্রি করতে হচ্ছে। এরপর আলোচনা করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

ভবঘুরের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। আজ সকালে রাস্তার পাশে এক ভবঘুরের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পশ্চিম থানা সংলগ্ন হরিগঙ্গা বসাক রোডে ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছাড়িয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ।মৃত ব্যক্তির মাথায় গভীর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানিয়েছেন জনৈক পুলিশ আধিকারিক। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে ,মৃত ব্যক্তির নাম আব্দুল কালাম (৭০)। বাড়ি দক্ষিণ জয়নগর এলাকাতে। তিনি অধিকাংশ সময় বাড়িঘর ছেড়ে ভবঘুরের মত শহরে ঘোরাফেরা করতেন। শনিবার পশ্চিম থানা সংলগ্ন হরিগঙ্গা বসাক রোডে রাস্তার পাশে ফুটপাতের উপর চাদরে ঢাকা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা প্রথমে ভেবেছিলেন হয়তো বা লোকটি রাস্তায় ঘুমাচ্ছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত লোকটি নড়াচড়া না করায় খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে চাদর উঠানোর পর মৃত ব্যক্তির মাথায় গভীর আঘাতের চিহ্ন দেখতে পায়। মাথার আঘাত দেখে এই ঘটনাকে খুন বলে সন্দেহ করছেন স্থানীয় লোকজন। পরবর্তীকালে পুলিশ মৃতের পরিবারকে খবর দেয় এবং মৃতদেহ ময়নাতদন্তেরজন্য পাঠিয়েছে। জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের পর এই বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাবে। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা,বিশালগড়ে সুশাসন শিবির

সরকারের লক্ষ্য মানুষকে আত্মনির্ভর করা ঃ প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ও প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযানে আজ বিশালগড়ের চাম্পামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এক সুশাসন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমী প্রতিমা ভৌমিক। শিবিরের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য দেশের প্রতিটি রাজ্যের মানুষের কাছে বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। এই লক্ষ্যেই প্রধানমী নরেন্দ্র মোদি বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সূচনা করেছেন। এই সংকল্প যাত্রায় দেশের ২ লক্ষ ৭০ হাজার গ্রামে ও ৪ হাজার ৮০০টি নগরে সুশাসন শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। এই শিবিরগুলি থেকে মানুষের কাছে বিভিন্ন সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিমী বলেন, বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার পাশাপাশি রাজ্য সরকারের প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযানের সূচনা হয়েছে।

এই অভিযানে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার সুযোগ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। সরকারের লক্ষ্য মানুষকে আত্মনির্ভর করে তোলা। তাহলেই দেশ শক্তিশালী হবে। কেন্দ্রীয় প্রতিমী এই দুই কর্মসূচি সফল করে তুলতে যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সুশাসন শিবির উপলক্ষে বিভিন্ন দপ্তরের প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিমী প্রতিমা ভৌমিক বিভিন্ন দপ্তরের স্টলগুলি ঘুরে দেখেন। শিবিরে কেন্দ্রীয় প্রতিমী প্রতিমা ভৌমিক আনুষ্ঠানিকভাবে আয়ুমান কার্ড, প্রধানমী মাত্র বন্দনা যোজনায় আর্থিক সহায়তা, পিএম-বিশ্বকর্মা, স্বচ্ছ ভারত মিশন, কৃষি, মৎস্য সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রকল্পের সহায়তা সুবিধাভোগীদের হাতে তুলে দেন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ছন্দা দেববর্মা, বিশালগড় মহকুমার মহকুমা শাসক রাজেশ চক্রবর্তী, বিশালগড় ব্লকের বিডিও অনুরাধা সেন প্রমুখ।

লোকসংস্কৃতি প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা লোকসংস্কৃতি সংসদ আয়োজিত অনূর্ধ্ব১৪ বছরে লোক সংগীত প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে ৩০ নভেম্বর। এই প্রতিযোগিতায় পাঁচজন ছেলে মেয়ের চূড়ান্ত পর্বে জন্য নির্বাচিত হয়। তারা হলেন আগরতলার অঙ্কুজিত ধর, কমলপুরের পল্লবী চক্রবর্তী,ধর্মনগরের সায়ন দেবনাথ, বিশাখা দেবনাথ এবং খোয়াইয়ের দিবজ্যোতি চক্রবর্তী। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থানাধিকারী পুরস্কার হিসেবে পেয়েছেন ১৫ হাজার, দশ হাজার এবং ৫০০০ টাকা। চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান অধিকারী পেয়েছে দুই হাজার টাকা করে। তাদের হাতে চেক তুলে দেন মৎস্য মন্ত্রী সুধাংশু দাস। দুই দিনের এই লোকসংস্কৃতি উৎসবের উদ্বোধন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল ও মন্ত্রী সুধাংশু দাস। এই লোকসংস্কৃতি উৎসবে সংগীত পরিবেশন করেন এত নামা লোকসং সংগীত শিল্পী রাবেয়া সেতু।

২৪ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ ডিসেম্বর।। গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে এক বিরাট সাফল্য পেল বিশালগড় থানার পুলিশ।এই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন বিশালগড় থানার ওসি তাপস দাস। শনিবার সকাল ৯ টায় গোপন সূত্রের সংবাদের ভিত্তিতে বিশালগড় থানার ওসি তাপস দাসের নেতৃত্বে বিশালগড় থানার অন্তর্গত এডিসি এলাকার বাতাংমুড়া, রামছড়া এবং রাঙ্গামাটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪৮ কানি জায়গায় মোট ২৪ হাজার গাঁজা গাছ কেটে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।বিশালগড় থানার পুলিশের সাথে এদিনের এই অভিযানে ছিলেন ৭১ নং বাহিনীর সিআরপিএফ জওয়ানরা,১১ নং বাহিনীর টিএসআর জওয়ানরা।

আগেও ইন্সপেক্টর তাপস দাস যখন মধুপুর থানার ওসি ছিলেন তখনও তিনি নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। বিগত সময়ে দেখা গিয়েছিল গাঁজার মরশুমে প্রায় প্রতিনিয়তই মধুপুর থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় গাঁজা বিরোধী অভিযান করেছিলো যার ফলে মধুপুর থানা এলাকার গাঁজা চাষীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। ঠিক একইভাবে ইন্সপেক্টর তাপস দাস বিশালগড় থানার ওসির দায়িত্ব নিয়ে নেশার বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখেছেন। বর্তমান সরকার যেমন রাজ্যকে নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে ঠিক একই ভাবে বিশালগড় থানার ওসি তাপস দাস সরকারের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে কোমর বেদে মাঠে নেমেছেন। এমনিতেই বিশালগড়ের একাংশ নেশা ব্যবসায়ীরা বিশালগড় থানার ওসি তাপস দাস নামটা একটা আতঙ্কের নাম বলে মনে করছে কেননা বিশালগড়ের নেশা ব্যবসায়ীরা উঠতে বসতে দুঃস্বপ্ন হিসাবে তাপস দাসকে দেখতে পাচ্ছেন। ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন বিশালগড় থানা এলাকার আরো অনেক গাঁজা বাগানের গোপন খবর রয়েছে উনার কাছে সঠিক সময়ে সবগুলি গাঁজা বাগান পুলিশের পক্ষ থেকে ধ্বংস করা হবে। তবে শনিবারের এই গাঁজা বিরোধী অভিযানে পুলিশের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা আরো বেড়েছে। কেননা বর্তমানে নেশার কড়াল গ্রাসে আচ্ছন্ন হয়ে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়ে যাচ্ছে যুব সমাজ।এই যুবসমাজ তথা একটা সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে পুলিশ প্রশাসনের সাথে সাথে সমাজের সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।